Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রোলঃ 216021216

৩০ মে,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আয়েশা আক্তার (ইকরা)

রোলঃ 216021216

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে আয়েশা আক্তার (ইক্করা), আইডিঃ 216021216 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: জিল্লুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

আয়েশা

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩০ মে, ২০২৪ ইং

আয়েশা আক্তার (ইক্বরা)

আইডিঃ 216021216

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা 5

নামাজের পরিচয় 6

নামাজের বিবরণ ও রাকাত সংখ্যা 6

নামাজের সময় 8

নামাজের নিষিদ্ধ ও মাকরূহ সময় 11

সালাতের আহকাম 12

ফরজ- 12

ওয়াজিব 13

সুন্নত 14

সালাত মাকরুহ হওয়ার কারণ 25

নামাজে খুশু-খুযু 26

খুশু-খুযুর গুরুত্ব 26

নামাজে মনযোগ ধরে রাখার কৌশল 27

নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত 30

ইসলামের ৫ টি স্তম্ভের মধ্যে নামাজের অবস্থান 30

পবিত্র কুরআনের আলোকে নামাজে গুরুত্ব 31

পূর্ববর্তী নবীদের প্রতি নামাযের নির্দেশ 35

হাদিসের আলোকে নামাজে গুরুত্ব 38

কুরআন ও হাদিসের আলোকে নামাজে ফজিলত 45

জামা'আতে সালাত আদায়ের গুরুত্ব ও ফজিলত 49

নামায না পড়ার শাস্তি 54

সালাত ত্যাগকারীর ইহকালীন বিধান; 55

সালাত ত্যাগ করা কুফরি 57

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার বিশ্ব জাহানের অধিপতি, যিনি বিধানকর্তা আদেশকারী। যার দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে প্রত্যেক প্রাণ। মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা’আলা কর্তৃক প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থা হলো ইসলাম। আল্লাহ প্রদর্শিত এই জীবন ব্যবস্থায়-ই ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তি নিহিত। ইসলামের অন্যতম ও অত্যাবশ্যকীয় ফরজ বিধান হল নামাজ। নামাজের মাধ্যমে বান্দা ও তার প্রভুর সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়। আর সেজদারত অবস্থায় বান্দা তার প্রভুর সর্বোচ্চ নিকটবর্তী হয়। এই একটি সিজদার মূল্য আল্লাহ তাআলার দরবারে অসীম।বান্দা যখন আল্লাহর দরবারে তার সকল অস্তিত্ব দিয়ে সিজদাবনত হয় তখন পুরো সৃষ্টি জগত ঝুঁকে পড়ে বান্দার প্রতি।

وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ سُمَىٍّ، مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا صَالِحٍ، ذَكْوَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ " .

হারূন ইবনু মা’রূফ ও আমর ইবনু সাওওয়াদ (রহঃ) ..... আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ বান্দার সিজদারত অবস্থায়ই তার প্রতিপালকের অনুগ্রহ লাভের সর্বোত্তম অবস্থা (বা মুহূর্ত)। অতএব তোমরা অধিক পরিমাণে দু’আ পড়ো।১

আল্লামা ইকবাল(রহ.)বলেছেন-

یہ ایک سجدہ جسے تم بوجھ سمجھتے ہو ہزاروں سجدوں سے نجات دلائے گا

এই একটি সিজদা যাকে তুমি বোঝা মনে করেছো তোমাকে মুক্তি দিবে সহস্র সিজদা থেকে।২

১, মুসলিম,৪৮২ ২,জীবন্ত নামাজ,৫১

নামাজের পরিচয়

নামাজ শব্দটি ফারসি শব্দ।নামাজের আরবি শব্দ ‘সালাত’।কোরআন ও হাদিসে সালাত শব্দটিই ব্যবহার হয়েছে।সালাতের আভিধানিক অর্থ হলো দোয়া করা, ডাকা,প্রার্থনা করা,বিনয়, সিজদা,ক্ষমা চাওয়া ইত্যাদ।

পারিভাষিক অর্থঃ
সালাত হচ্ছে এমন একটি ইবাদাত যা নির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষে দোয়া ও সূরা পাঠ করা এবং কিছু কাজ; যা তাকবীরের মাধ্যমে শুরু হয় এবং সালামের মাধ্যমে শেষ হয়। অন্যথায় বলা যায়, আল্লাহ তা’আলার নিকট অত্যন্ত বিনয় সহকারে প্রণতি নিবেদনের মাধ্যমে এই ইবাদাত সম্পন্ন করতে হয় বলে একে নামাজ বলে।৩
নামাজ মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা সংঘটিত একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত। নামাজ ফরজ ইবাদাত,কুরআন ও সুন্নাহ্ দ্বারা প্রমানিত।যদি কেউ অস্বীকার করে তাহলে সে কাফের ও জাহান্নামি।

নামাজের বিবরণ ও রাকাত সংখ্যা

নবুঅত প্রাপ্তির পর থেকেই নামাজ ফরয হয়। তবে তখন নামাজ ছিল কেবল ফজরে ও আছরে দু’ দু’ রাক‘আত করে *(কুরতুবী)*।
যেমন আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে বলেন, وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ‘আপনি আপনার প্রভুর প্রশংসা জ্ঞাপন করুন সূর্যাস্তের পূর্বে ও সূর্যোদয়ের পূর্বে’।৪
এখানে عَشِيٌّহল দিনের শেষ এবং রাতের প্রথম অংশ। আর أَبْكَارٌহল, রাতের শেষ এবং দিনের প্রথম অংশ।
মিরাজের রাত্রে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করা হয়।উক্ত নামাজ গুলো হলো;ফজর,যোহর,আছর,মাগরিব ও এশা।৫

৩,কুরআন ও হাদিসের আলোকে রাসুলুল্লাহ্’র(সঃ)নামায।
৪,সূরা আল মুমিন, আয়াতঃ৫৫।
৫,আবু দাউদ, ৩৯১-৩৯৩।

এছাড়া রয়েছে জুম‘আর ফরয নামাজ,যা সপ্তাহে একদিন শুক্রবার দুপুরে পড়তে হয়।৬

পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামাজ দিনে-রাতে মোট ১৭ রাক‘আত ও জুম‘আর দিনে ১৫ রাক‘আত ফরয এবং ১২ রাক‘আত সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ।আর সুন্নতে গয়রে মুয়াক্কাদাহ্ ৮ রাকা'আত।যেমন-

(১) ফজর : ২ রাক‘আত সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ্, অতঃপর ২ রাক‘আত ফরয।

(২) যোহর : ৪ রাক‘আত সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ্,অতঃপর ৪ রাক‘আত ফরয,অতঃপর ২ রাক‘আত সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ্।

(৩) আছর : ৪ রাকা’আত সুন্নতে গয়রে মুয়াক্কাদাহ্,তারপর ৪ রাক‘আত ফরয।

(৪) মাগরিব : ৩ রাক‘আত ফরয।অতঃপর ২ রাক‘আত সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ্।

(৫) এশা :৪ রাকা'আত সুন্নতে গয়রে মুয়াক্কাদাহ্, তারপর ৪ রাক‘আত ফরয,অতঃপর ২ রাক‘আত সুন্নাত।অতঃপর শেষে তিন বা এক রাক‘আত বিতর।

জুম‘আর নামাজ ২ রাক‘আত ফরয।পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা’আলা বলেন,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

অর্থঃহে মুমিনগণ,যখন জুমু‘আর দিনে সালাতের জন্য আহবান করা হয়,তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণের দিকে ধাবিত হও।আর বেচা-কেনা বর্জন কর।এটাই তোমাদের জন্য সর্বোত্তম,যদি তোমরা জানতে।(আল-বায়ান)৭

তার পূর্বে মসজিদে প্রবেশের পর বসার পূর্বে কমপক্ষে ২ রাক‘আত ‘তাহিইয়াতুল মাসজিদ’ এবং জুম‘আ শেষে ৪ অথবা ২ রাক‘আত সুন্নাত।

উপরে বর্ণিত সবগুলিই রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিয়মিত আমল দ্বারা নির্ধারিত এবং সহীহ হাদীস সমূহ দ্বারা প্রমাণিত।

____

৬,মিশকাত,১৩৫৪;বুখারী,৮৭৬

৭,সূরা জুমা, আয়াত:৯

নামাজের সময়

প্রত্যেক নামাজের জন্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীন সময় নির্ধারন করে দিয়েছেন এবং হাদিস দ্বারাও তা প্রমানিত। সূরা নিসায় আল্লাহ তা’আলা বলেছেন-

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللهَ قِيٰمًا وَّ قُعُوْدًا وَّ عَلٰى جُنُوْبِكُمْ ۚ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ۚ اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا

অর্থঃযখন তোমরা নামায আদায় করে নেবে, তখন দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করবে, অতঃপর যখন তোমরা নিরাপদ হবে তখন (যথানিয়মে) নামায কায়িম করবে। নির্দিষ্ট সময়ে নামায কায়িম করা মু’মিনদের জন্য অবশ্য কর্তব্য।৮

فَسُبْحٰنَ اللهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَ حِيْنَ تُصْبِحُوْنَ.وَ لَهُ الْحَمْدُ فِى السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ عَشِيًّا وَّ حِيْنَ تُظْهِرُوْنَ

অর্থঃঅতএব তোমরা আল্লাহর তাসবীহ কর, যখন সন্ধ্যায় উপনীত হবে এবং সকালে উঠবে।আর অপরাহ্নে ও যুহরের সময়ে; আর আসমান ও যমীনে সকল প্রশংসা একমাত্র তাঁরই।(আল-বায়ান)৯

সূরা রূমের উক্ত আয়াতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সময় আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা প্রকাশের নির্দেশ দিয়েছেন।

আপর আয়াতে আল্লাহ তা’আলা বলেন,

وَ اَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَىِ النَّهَارِ وَ زُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ ؕ اِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ ؕ ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذّٰكِرِيْنَ

অর্থঃআর তুমি সালাত কায়েম কর দিবসের দু’প্রান্তে এবং রাতের প্রথম অংশে।নিশ্চয়ই ভালকাজ মন্দকাজকে মিটিয়ে দেয়।এটি উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য উপদেশ।(আল-বায়ান)১০

অর্থাৎ দু’প্রান্ত থেকে কেউ কেউ ফজর ও মাগরেবের নামায, কেউ কেউ শুধু এশা এবং কেউ কেউ মাগরেব ও এশা উভয় নামাযের সময় উদ্দেশ্য নিয়েছেন।

৮,সূরা নিসা:১০৩।

৯,সূরা আর-রুম,আয়াত:১৭

১০,সূরা হূদ,আয়াত:১১৪

ইমাম ইবনে কাসীর (রঃ) বলেন যে, সম্ভবতঃ এই আয়াতটি মি’রাজের পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে, যাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করা হয়েছে। কারণ তার পূর্বে শুধু দুই নামায ওয়াজিব ছিল, প্রথম সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বে এবং দ্বিতীয় সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বে। আর রাতের শেষাংশে তাহাজ্জুদের নামায ছিল। পরে তাহাজ্জুদ নামাযের অপরিহার্যতা উম্মতের জন্য মাফ করে দেওয়া হয়েছে। অনেকের মতে তাহাজ্জুদ নামাযের অপরিহার্যতা নবী (সাঃ)-এর জন্যও মাফ করে দেওয়া হয়েছিল। **১১**

ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাসান সহিহ;

حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَكِيمٍ، وَهُوَ ابْنُ عَبَّادِ بْنِ حُنَيْفٍ أَخْبَرَنِي نَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أَمَّنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ فَصَلَّى الظُّهْرَ فِي الأُولَى مِنْهُمَا حِينَ كَانَ الْفَىْءُ مِثْلَ الشِّرَاكِ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِينَ كَانَ كُلُّ شَيْءٍ مِثْلَ ظِلِّهِ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ وَجَبَتِ الشَّمْسُ وَأَفْطَرَ الصَّائِمُ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ حِينَ بَرَقَ الْفَجْرُ وَحَرُمَ الطَّعَامُ عَلَى الصَّائِمِ . وَصَلَّى الْمَرَّةَ الثَّانِيَةَ الظُّهْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ لِوَقْتِ الْعَصْرِ بِالأَمْسِ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ لِوَقْتِهِ الأَوَّلِ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ الآخِرَةَ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ حِينَ أَسْفَرَتِ الأَرْضُ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَىَّ جِبْرِيلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ هَذَا وَقْتُ الأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ . وَالْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ " . قَالَ أَبُو عِيسَى وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَبُرَيْدَةَ وَأَبِي مُوسَى وَأَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ وَأَبِي سَعِيدٍ وَجَابِرٍ وَعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ وَالْبَرَاءِ وَأَنَسٍ .

অর্থঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু ’আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ জিবরীল (আঃ) কা’বা শরীফের চত্বরে দু’বার আমার নামাযে ইমামতি করেছেন। তিনি প্রথমবার যুহরের নামায আদায় করালেন যখন প্রতিটি জিনিসের ছায়া জুতার ফিতার মত ছিল। অতঃপর তিনি আসরের নামায আদায় করালেন যখন কোন বস্তুর ছায়া তার সমান ছিল। অতঃপর মাগরিবের নামায আদায় করালেন যখন সূর্য ডুবে গেল এবং যে সময়ে রোযাদার ইফতার করে। অতঃপর ইশার নামায আদায় করালেন যখন লাল বর্ণ অদৃশ্য হয়ে গেল। অতঃপর ফযরের নামায আদায় করালেন যখন ভোর বিদ্যুতের মত আলোকিত হল এবং যে সময় রোযাদারের উপর পানাহার হারাম হয়। তিনি (জিবরীল) দ্বিতীয় এবং পূর্ববর্তী দিন ঠিক যে সময় আসরের নামায আদায় করেছিলেন।

১১,ইবনে কাসীর

অতঃপর আসরের নামায আদায় করালেন যখন কোন বস্তুর ছায়া তার দ্বিগুণ হল। অতঃপর মাগরিবের নামায আদায় করালেন পূর্বের দিনের সময়ে। অতঃপর 'ইশার নামায আদায় করালেন যখন রাতের এক-তৃতীয়াংশ চলে গেল এবং ফযরের নামায আদায় করালেন যখন যমিন আলোকিত হয়ে গেল। অতঃপর জিবরীল (আঃ) আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, হে মুহাম্মাদ! এটাই হল আপনার পূর্ববর্তী নবীদের (নামাযের) ওয়াক্ত। নামাযের ওয়াক্ত এই দুই সীমার মাঝখানে। **১২**

পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সময়

১.ফজরের ওয়াক্ত: ফজরের ওয়াক্ত সুবহে সাদেক হতে আরম্ভ করে উদয়ের পূর্ব পর্যন্ত সময় থাকে।

২.যোহরের ওয়াক্ত:সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়া মাত্রই যোহরের ওয়াক্ত শুরু হয়।যতক্ষণ পর্যন্ত কোন জিনিসের ছায়া সেই জিনিসের সমান না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত জোহরের সময়।

৩.আছরের ওয়াক্ত : আসরের ওয়াক্ত শুরু হয় যখন ছায়া দ্বিগুণ হয় তখন।অনেক আলেমের মতে যোহরের ওয়াক্ত শেষ হলেই আসরের ওয়াক্ত শুরু হয় এবং সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত সময় থাকে।

৪.মাগরিবের ওয়াক্ত:সূর্যাস্তের পর থেকেই মাগরিবের ওয়াক্ত শুরু হয় এবং শেষ হয় পশ্চিমাকাশে লাল আভা বিলীন হওয়া পর্যন্ত।

৫.এশার ওয়াক্ত:মাগরিবের ওয়াক্ত শেষ হলেই এশার ওয়াক্ত শুরু হয় এবং সুবহে সাদেকের পূর্ব পর্যন্ত সময় থাকে;তবে অর্ধরাতের পরে এশার নামাজ পড়া মাকরূহ।

———————————————————

১২,তিরমিজী-১৪৯,মিশকাত-৫৮৩

নামাজের নিষিদ্ধ ও মাকরূহ সময়

প্রত্যাক নামাজের ই সময় সীমা রয়েছে।তারপরও এমন কিছু সময় আছে যখন ফরজ, সুন্নত, নফল এবং কাযা নামাজ ও পড়া যাবে না।আবার কিছু সময় আছে যখন নামাজ আদায় করা অপছন্দনীয়।

নামাজের নিষিদ্ধ সময় ৩ টি। যথা:

১.সূর্যোদয়ের সময়,অথাৎ সূর্যের রক্তিম আভা ছেড়ে সাদা আলো ছড়ানোর পর্যায়ে উঁচু হওয়া পর্যন্ত।

২.সূর্যের মধ্যাকাশে অবস্থানের সময়ে, পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়া পর্যন্ত।

৩.সূর্যের হলুদ বর্ণ ধারণ করার সময়, সূর্যাস্ত পর্যন্ত। তবে ঐদিনের আসর নামাজ এ হুকুমের ব্যতিক্রম।

উপরে উক্ত নিষিদ্ধ সময়ে জানাজার নামাজ, কাজা নামাজ কিংবা তেলাওয়াতের সেজদা কোনটাই বৈধ নয়।১৩

নামাজের মাকরূহ সময়

১.ফজরের নামাজের পর সূর্য উদয় পর্যন্ত।

২.আসরের নামাজের পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত সকল প্রকার নামাজ মাকরূহ।

৩.সুবহে সাদেকের পর ফজরের ফরজ নামাজের পূর্বে দু'রাকাত সুন্নত ব্যতীত অন্য অন্য যেকোনো নামাজ পড়া মাকরুহ।

৪.সূর্যাস্তের পর মাগরিবের নামাজের পূর্বে যেকোনো নামাজ আদায় করা মাকরূহ।১৪

১৩,আল ফিকহুল মুয়াসসার

১৪,আল ফিকহুল মুয়াসসার

সালাতের আহকাম

ফরজ-

ফরজ শব্দটি আরবি শব্দ;এর অর্থ অবশ্য পালনীয় অথবা অবশ্য কর্তব্য।আল্লাহর যে বিধানটি ক্বতয়ী তথা অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত,তাকে ফরজ বলা হয়।অর্থাৎ যা আল্লাহর নির্দেশিত পালনীয় আমল হবার বিষয়ে বিন্দুমাত্র কোনো সন্দেহ না থাকে,সেটিই ফরজ।ফরজ করলে সওয়াব না করলে গুনাহগার হবে এবং ফরজ অস্বীকারকারী কাফের। প্রত্যেক বালেগ বিবেকবান নরনারীর উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করা হয়েছে।নামাজ শুরুর পূর্বে নামাজ শুদ্ধ হওয়ার জন্য কিছু শর্ত রয়েছে;এগুলো অবশ্য ই করতে হবে এগুলোকে আহকাম বলে।আহকাম শব্দটি বহুবচন, একবচন হুকুম।নামাজের আহকাম ৭ টি এগুলো হলো-

১. শরীর পাক (অর্থাৎ সালাতের আগে ওযু করে পবিত্র হতে হবে, আর গোসল ফরয হলে আগে গোসল করে নিতে হবে),
২. পোশাক পাক,
৩. জায়গা পাক,
৪. সময় হওয়া,
৫. সতর ঢাকা,
৬. কিবলামুখী হওয়া,
৭. নিয়ত করা।

নামজ শুদ্ধ হওয়ার জন্য নামাজের ভেতরে কিছু শর্ত রয়েছে এগুলোকে আরকান বলে।বহুবচনে আরকান একবচনে রুকন।এর সংখ্যা নিয়েও আলেমগণের মতভেদ রয়েছে। তবে বিশুদ্ধ দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে বিজ্ঞ ফকীহগণের মতে, সালাতের রুকন ১০টি

১. দাঁড়িয়ে সালাত আদায়।(ফরয সালাতে সক্ষম অবস্থায়)
২. তাকবীরে তাহরীমা।
৩. কেরাত।(কুরআন মজিদের কিছু অংশ পাঠ করা।)

৪. রুকু করা ।

৫. সিজদা করা।

৬. দুই সিজদার মধ্যবর্তী বৈঠক।

৭. শেষ বৈঠক ও তাশাহহুদ (আত্তাহিয়্যাতু) পড়া।

৮. রুকনগুলো ধীরস্থিরভাবে আদায় করা।

৯. রুকন আদায়ে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা।

১০. সালাম ফেরানো মাধ্যমে নামাজ শেষ করা।

নামাজের ফরজ কাজগুলো খুব গুরুত্ব এবং সতর্কতার সাথে আদায় করতে হবে কারণ এর কোন একটা ফরয ইচ্ছায় বা ভুলে বাদ পড়লে সালাত বাতিল হয়ে যাবে।

ওয়াজিব

ওয়াজিব ফরজের মত অবশ্য পালনীয়।গুরুত্বের দিক থেকে ফরজের পরে ওয়াজিবের স্থান।কেউ বিনা কারণে পরিত্যাগ করলে ফাসিক হবে। কঠিন শাস্তিযোগ্য অপরাধী বলে বিবেচিত হবে।কবিরা গুনাহ বা বড় গুনাহ হবে। যে একটি গুনাহই জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট। তবে ওয়াজিব ওজরবশত ছুটে গেলে পরে কাজা করে নিতে হবে।

শরিয়তে ওয়াজিব বিধানকে গুরুত্বহীন মনে করা সরাসরি গোমরাহি। তবে কোনরূপ তাবিলের আশ্রয় নিয়ে অথবা সন্দেহ মূলে ওয়াজিবকে ইনকার (অস্বীকার) করলে কাফির হবে না। যেমন:বিতরের তিন রাকাআত নামাজ। নামাজের প্রত্যেক রাকআতে সুরা ফাতিহা পড়া।

নামাজের ওয়াজিব সমূহ;

নামাজের মধ্যে কিছু ওয়াজিব আছে যেগুলো ইচ্ছাকৃত বাদ দিলে নামাজ বাতিল হয়ে যাবে আর ভুলক্রমে বাদ পরলে সাহু সিজদাহ্ দিতে হবে।

নামাজের ওয়াজিব ১৪টি।

১. সুরা ফাতিহা পড়া।

২. সুরা ফাতিহার পর সুরা মিলানো।

৩. ফরজ নামাজের প্রথম দুই রাকাতে সুরা ফাতিহার সাথে আরেকটা সূরা মিলানো।

৪.কিরাআত, রুকু, সিজদার মধ্যে তরতিব ঠিক রাখা।

৫. রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়ানো।

৬. দুই সিজদার মাঝখানে সোজা হয়ে বসা।

৭. রুকু, সিজদা, দাঁড়ানো ও বৈঠকে কমপক্ষে এক তাসবিহ পরিমাণ স্থির থাকা।

৮. তিন বা চার রাকাআত বিশিষ্ট নামাজে দুই রাকাআত পর আত্তাহিয়াতু পড়া।

৯. প্রথম ও শেষ বৈঠকে আত্তাহিয়াতু পড়া।

১০. ফজর, মাগরিব ও এশার নামাজের প্রথম দুই রাকাতে ইমামের জন্য উচ্চস্বরে কিরাআত পড়া, জোহর, আসর নামাজের মধ্যে ইমাম ও একাকী নামাজির অনুচ্চ শব্দে কিরাআত পড়া।

১১. সালাম ফিরানো।

১২. বিতরের নামাজের দোয়ায়ে কুনুত পড়া।

১৩. দুই ঈদের নামাজে ছয় তাকবির বলা।

১৪. প্রত্যেক রাকাতের ফরজ ও ওয়াজিবগুলোর তরতিব ঠিক রাখা।

সুন্নত

সুন্নত অর্থ রীতি, নিয়ম, পদ্ধতি ইত্যাদি।শরীয়তের পরিভাষায় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সমস্ত কাজ নিজে করেছেন এবং সাহাবীদের নির্দেশ দিয়েছেন কিংবা অনুমোদন করেছেন তাকে সুন্নত বলা হয়। সুন্নত দুই প্রকার ১. সুন্নতে মুয়াক্কাদা ২.সুন্নতে গয়রে মুয়াক্কাদা।

নামাজে ফরজ ও ওয়াজিব বাদে কিছু কথা ও কাজ আছে যা সুন্নতের মধ্য থেকে। নামাজে সুন্নত বাদ পরলে নামাজ বাতিল হবে না;তবে সওয়াব কম হবে।

নিম্নে নামাজের সুন্নতের বিবরণ দেওয়া হলো-

১. দুই হাত কাঁধ বা কান বরাবর উঠান।আবদুল্লাহ ইবনু মাসলামাহ, মালিকের সূত্রে, ইবনু শিহাবের সূত্রে, সালেম ইবনু আবদুল্লাহর সূত্রে, তাঁর পিতার সূত্রে বলেছেন যে, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ أَيْضًا وَقَالَ " سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ". وَكَانَ لاَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ

অর্থঃরাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সালাত (নামায/নামাজ) শুরু করতেন, তখন উভয় হাত তাঁর কাঁধ বরাবর উঠাতেন। আর রুকুতে যাওয়ার জন্য তাকবীর বলতেন এবং যখন রুকু থেকে মাথা উঠাতেন তখনও অনুরূপভাবে দু'হাত উঠাতেন এবং سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ও رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ বলতেন। কিন্তু সিজদার সময় এরূপ করতেন না।১৫

২.বাম হাতের উপর ডান হাত বুকের উপর রাখা।ওয়ায়িল ইবনে হুজর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ قُلْتُ لأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَيْفَ يُصَلِّي قَالَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا أُذُنَيْهِ ثُمَّ أَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذَلِكَ فَلَمَّا سَجَدَ وَضَعَ رَأْسَهُ بِذَلِكَ الْمَنْزِلِ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ثُمَّ جَلَسَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى وَحَدَّ مِرْفَقَهُ الأَيْمَنَ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَقَبَضَ ثِنْتَيْنِ وَحَلَّقَ حَلْقَةً وَرَأَيْتُهُ يَقُولُ هَكَذَا . وَحَلَّقَ بِشْرٌ الإِبْهَامَ وَالْوُسْطَى وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ .

তিনি বলেন, আমি অবশ্যই তোমাদেরকে রসূলুলাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সলাত আদায়ের পদ্ধতি দেখাব। তিনি বলেন, (তা হচ্ছে এরূপঃ) রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ক্বিবলাহ্মুখী হয়ে দাঁড়িয়ে তাকবীর বলে স্বীয় দু'হাত কান পর্যন্ত উত্তোলন করেন। তারপর ডান হাত দিয়ে স্বীয় বাম হাত ধরেন এবং রুকু'তে গমনকালে স্বীয় দু'হাত তদ্রূপ উত্তোলন করেন। অতঃপর তিনি তাঁর উভয় হাতকে হাঁটুদ্বয়ের উপর রাখেন। রুকু' হতে মাথা উত্তোলনের সময়ও তিনি উভয় হাত ঐভাবে উত্তোলন করেন। এরপর তিনি তাঁর বাম পা বিছিয়ে দিলেন এবং বাম হাত বাম ঊরুর উপর এবং ডান হাত ডান ঊরুর উপর আলাদাভাবে রাখেন। অতঃপর তিনি তাঁর ডান হাতের কনিষ্ঠ ও অনামিকা অঙ্গুলিদ্বয় আবদ্ধ রাখেন এবং মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুলি বৃত্তাকার করেন এবং শাহাদাত অঙ্গুলি দ্বারা ঈশারা করেন। (বর্ণনাকারী বলেন), আমি তাকে এভাবে বলতে দেখেছি। আর বিশ্‌র নিজের মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা বৃত্তাকার করেন এবং শাহাদাত অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করেন।১৬

____

১৫,সহীহ,বুখারী: ৬৯৯

১৬,সনদ সহীহ,আবু দাউদ ৭২৬,নাসাঈ ৮৮৯,তিরমিজি -২৯২

৩.ছানা পড়া।রাসুলুল্লাহ যখন সালাত শুরু করতেন তখন বলতেন,

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ .

অর্থঃ"হে আল্লাহ! তোমারই পবিত্রতা বর্ণনা করি এবং তোমারই শুকর আদায় করি, তোমার নাম বড়ই বারাকাতপূর্ণ, তোমার মর্যাদা সর্বোচ্চ, তুমি ছাড়া আর কেউ মা'বূদ নেই।"১৭

৪.'আউযু বিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রাজীম' পড়া।১৮

সূরা আরবী,,,,

সুতরাং যখন তুমি কুরআন পড়বে তখন আল্লাহর কাছে বিতাড়িত শয়তান হতে পানাহ চাও।১৯

৫.বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম ' পড়া।আনাস(রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَجْهَرُ(بسم الله الر حمن الر حىم)

"আমি রাসূল (সা.) এবং আবূ বকর, 'উমার ও 'উসমান (রাঃ)-এর পিছনে সালাত আদায় করেছি। তাদের কাউকে "বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম" উচ্চস্বরে পাঠ করতে শুনিনি।"২০

৬.সূরা ফাতিহা পড়ার পর 'আমীন' বলা।হযরত ওয়ায়িল বিন হুজর (রা.) হতে বর্নিত,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، وَعَمَّارُ بْنُ خَالِدٍ الْوَاسِطِيُّ، قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فَلَمَّا قَالَ {وَلاَ الضَّالِّينَ} . قَالَ " آمِينَ " . فَسَمِعْنَاهَا

তিনি বলেন, আমি নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে সালাত পড়লাম। তিনি "ওয়ালাদ্বা-ল্লীন" বলার পর "আমীন" বলেছেন। আমরা তা তাঁকে বলতে শুনেছি।২১

____

১৭,সহীহ, মুসলিম ৩৯৯

১৮,সহীহ,আবু দাউদ ৭৭৫

১৯,সূরা নাহল ৯৮

২০,সহীহ,নাসাঈ ৯০৭,বুখারী ৭৪৩,মুসলিম ৩৯৯

২১,সহীহ,ইবনে মাজাহ-৮৫৫,তিরমিজী-২৪৮

৭.ধারানো অবস্থায় দুই পায়ের মাঝে চার আঙ্গুল পরিমাণ ফাঁকা রাখা।

৮.যোহর ও ফজর নামাজের সূরা ফাতেহার পর সূরা হুজুরাত থেকে সূরা বুরুজ পর্যন্ত সূরাসমূহ থেকে কোনো সূরা,আসর ও এশার নামাজে সূরা তারিক থেকে সূরা আল-বাইয়িনাহ পর্যন্ত সূরাসমূহ থেকে কোনো সূরা এবং মাগরিবে সূরা যিলযাল থেকে শেষ পর্যন্ত সূরাসমূহ থেকে কোনো সূরা পাঠ করা।২২

৯.রুকুর সময় হাঁটুতে দু' হাতের আঙুলগুলো ফাঁকা ফাঁকা করে হাঁটুকে শক্ত করে ধরে রাখা।সালিম আল- বাররাদ থেকে বর্ণিত,তিনি বলেন,

أَتَيْنَا عُقْبَةَ بْنَ عَمْرٍو الأَنْصَارِيَّ أَبَا مَسْعُودٍ فَقُلْنَا لَهُ حَدِّثْنَا عَنْ صَلاَةِ، رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَامَ بَيْنَ أَيْدِينَا فِي الْمَسْجِدِ فَكَبَّرَ فَلَمَّا رَكَعَ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَجَعَلَ أَصَابِعَهُ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ وَجَافَى بَيْنَ مِرْفَقَيْهِ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَىْءٍ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقَامَ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَىْءٍ مِنْهُ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى الأَرْضِ ثُمَّ جَافَى بَيْنَ مِرْفَقَيْهِ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَىْءٍ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقَامَ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَىْءٍ مِنْهُ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى الأَرْضِ ثُمَّ جَافَى بَيْنَ مِرْفَقَيْهِ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَىْءٍ مِنْهُ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَجَلَسَ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَىْءٍ مِنْهُ فَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ أَيْضًا ثُمَّ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِثْلَ هَذِهِ الرَّكْعَةِ فَصَلَّى صَلاَتَهُ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي

একদা আমরা ‘উক্ববাহ ইবনু ‘আমির আল-আনসারী (রাঃ)-এর নিকট গিয়ে তাঁকে বললাম,আমাদেরকে রসূলুল্লাহর(সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)সালাত সম্পর্কে অবহিত করুন।তখন তিনি আমাদের সামনে মাসজিদে দাঁড়ালেন এবং আল্লাহু আকবার বলে সালাত আরম্ভ করলেন।তিনি রুকূ’তে স্বীয় দু’হাত দু’হাঁটুর উপর রাখেন এবং তাঁর আঙ্গুলগুলো হাঁটুর নীচের অংশে রাখেন আর দু’হাতের কনুইদ্বয় ফাঁকা রাখেন, এমতাবস্থায় শরীর স্থির হয়ে যায়।এরপর তিনি ‘সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ্’বলে সোজা হয়ে দাঁড়ান।অতঃপর আল্লাহু আকবার বলে সাজদাহ্তে যান এবং দু’হাতের কনুইদ্বয় ফাঁকা রেখে এমনভাবে সাজদাহ্ করেন যে, তাঁর সমস্ত শরীর স্থির হয়ে গেলো।

২২,আল ফিকহুল মুয়াসসার।

অতঃপর সাজদাহ্ থেকে মাথা উঠিয়ে স্থিরভাবে বসেন। তিনি আরো এক রাক‘আত অনুরূপভাবে আদায় করেন। এভাবে তিনি চার রাক‘আত সালাত আদায় করার পর বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে এভাবেই সালাত আদায় করতে দেখেছি।২৩

১০.রুকুতে পিঠ মাটির সমান্তরালে এমনভাবে সোজা রাখা, যাতে সেখানে পানি রাখলে তা সমান উচ্চতায় স্থির থাকে।আবূ মাসউদ আল-বাদরী (রাঃ)থেকে বর্ণিত;তিনি বলেন, রাসূল(সা.) বলেছেন,

لاَ تُجْزِئُ صَلاَةُ الرَّجُلِ حَتَّى يُقِيمَ ظَهْرَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

যে ব্যক্তি রুকূ’ ও সাজদাহ্তে পিঠ সোজা করে না, তাঁর সালাত যথেষ্ট নয়।২৪

১১.রুকুতে“সুবহানা রব্বিয়াল আযীম বলা।”২৫

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ(রাঃ) থেকে বর্ণিত,তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন,

إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَذَلِكَ أَدْنَاهُ

যখন তোমাদের কেউ রুকূ‘তে গিয়ে যেন কমপক্ষে তিনবার বলেঃ “সুবহানা রব্বিয়াল ‘আযীম” এবং সাজদাহ্তে গিয়ে যেন তিনবার বলেঃ “সুবহানা রব্বিয়াল আ‘লা” আর এটাই সর্বনিম্ম পরিমাণ।২৬

১২. রুকু থেকে উঠার সময় "سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ " বলা এবং

“ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ২৭”

১৩. সিজদায় যাওয়ার সময় আগে হাত ও পরে হাঁটু রাখা এবং উঠার সময় বিপরীতে আগে হাঁটু ও পরে হাত উঠানো।আবু হুরাইরা (রাঃ)থেকে বর্ণিত,রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

" إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ "

২৩,সহীহ,আবু দাউদ-৮৬৩

২৪, সহীহ,আবু দাউদ- ৮৫৫

২৫.সহীহ,মুসলিম - ১৬৯৯

২৬.দুর্বল,আবু দাউদ ৮৮৬

২৭সহীহ,বুখারী-৭৯৫,মুসলিম -৮০৭

তোমাদের কেউ যেন সাজদাহর সময় উটের ন্যায় না বসে এবং সাজদাহকালে যেন মাটিতে হাঁটু রাখার পূর্বে হাত রাখে।২৮

১৪.সেজদা অবস্থায় নামাজির চেহারা তার দুই হাতের মাঝে রাখা।

১৫.সিজদা অবস্থায় নামাজির পেট তার দুই উরু থেকে,দুই কুনুই দুই পার্শ্ব থেকে এবং দুই বাহু ভূমি থেকে পৃথক রাখা।

আনাস (রাঃ)থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূল(সা.) বলেছেন,

اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ وَلاَ يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ

তোমরা সাজদার মধ্যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ভারসাম্য বজায় রেখে (ঠিকভাবে) সাজদাহ্ করো। তোমাদের কেউ যেন নিজের বাহুদ্বয় কুকুরের মত বিছিয়ে না দেয়।২৯

১৬.সিজদা অবস্থায় হাত ও পায়ের আঙুলগুলো মিলিত এবং কিবলামুখী রাখা।

১৭.সিজদা অবস্থায় নামাজির চেহারা দুই হাতের মাঝে রাখা।

ওয়ায়িল ইবনে হুজর (রাঃ) থেকে বর্ণিত,

فَلَمَّا سَجَدَ سَجَدَ بَيْنَ كَفَّيْهِ

নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)–কে দেখলেন,তিনি যখন সাজদায় গেলেন, দু’হাতের মাঝখানে সাজদাহ্ করলেন।৩০

১৮. সিজদাহ্ র তাসবিহ্ পড়া, سبحان ربی الاعلیবলা।

১৯.সিজদাহ্ থেকে উঠার জন্য তাকবীর বলা।

২০.দুই সিজদাহ্’র মাঝে দুই হাত দুই উরুর উপর রাখা যেমন তাশাহুদের অবস্থায় রাখা।

২১. নামাজে বসার সময় বাম পা বিছিয়ে দেওয়া এবং ডান পা ফাড়া রাখা।

আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

سُنَّةُ الصَّلاَةِ أَنْ تَنْصِبَ، رِجْلَكَ الْيُمْنَى وَتَثْنِيَ رِجْلَكَ الْيُسْرَى

সালাতের সুন্নাত হচ্ছে, (বসার সময়) তোমার ডান পা খাড়া রাখা এবং বাম পা বিছিয়ে দেয়া।৩১

---

২৮. সহীহ,আবু দাউদ -৮৪০

২৯.সহীহ, মুসলিম-৯৮৯

৩০.সহীহ,মুসলিম -৭৮২

৩১,সহীহ, আবু দাউদ -৯৫৮

২২.দুই সিজদাহ্’র মাঝে বসা অবস্থায় নিচের দোয়া পাঠ করা।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত,তিনি বলেন,

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَعَافِنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي "

নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দু’ সাজদাহ্র মাঝে এ দু‘আ পড়তেনঃ “আল্লাহুম্মাগফিরলী, ওয়ারহামনী, ওয়া ‘আফিনী, ওয়াহদিনী, ওয়ারযুক্বনী” ।৩২

২৩.তাশাহহুদে তর্জনী শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা কেবলার দিকে ইশারা করা।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَزَّازُ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَعَدَ فِي الصَّلاَةِ جَعَلَ قَدَمَهُ الْيُسْرَى تَحْتَ فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَسَاقِهِ وَفَرَشَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ . وَأَرَانَا عَبْدُ الْوَاحِدِ وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ .

মুহাম্মাদ ইবন আবদুর রহীম আল-বাযযায (রহঃ) .... আমের ইবন আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবায়র (রহঃ) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামাযের মধ্যে বসতেন, তখন তিনি তাঁর বাম পা ও এর নলাকে ডান রানের নীচে রাখতেন, ডান পা বিছিয়ে দিতেন, বাম হাত বাম পায়ের রানের উপর রাখতেন, ডান হাত ডান পায়ের রানের উপর স্থাপন করতেন এবং শাহাদাত আংগুলি দ্বারা ইশারা করতেন।

রাবী আফফান (রহঃ) বলেনঃ আবদুল ওয়াহেদ (রহঃ) আমাদের শাহাদাত আংগুল দ্বারা ইশারা করে দেখিয়ে দিয়েছেন।৩৩

২৪.শেষ বৈঠকে তাশাহুদের পর নিচের দুরুদ পাঠ করা।

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

৩২.হাসান সহীহ,আবু দাউদ-৮৫০

৩৩.সহীহ,আবূ দাউদ -৯৮৮

অর্থঃ‘‘হে আল্লাহ!আপনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বংশধরদের উপর রহমত বর্ষণ করুন, যেরূপ আপনি ইবরাহীম (আঃ) এবং তাঁর বংশধরদের উপর রহমত বর্ষণ করেছেন। নিশ্চয়ই আপনি অতি প্রশংসিত, অত্যন্ত মর্যাদার অধিকারী। হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বংশধরদের উপর তেমনি বরকত দান করুন যেমনি আপনি বরকত দান করেছেন ইবরাহীম (আঃ) এবং ইবরাহীম (আঃ)-এর বংশধরদের উপর। নিশ্চয়ই আপনি অতি প্রশংসিত,অতি মর্যাদার অধিকারী।৩৪

২৫. নবীর উপর দুরুদ পাঠের পর নিচের দোয়াটি পড়া অথবা নবী কতৃক বর্ণিত যে কোনো দুরুদ পড়া।

আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.) হতে বর্ণিত। একদা তিনি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট আরয করলেন, আমাকে সালাতে পাঠ করার জন্য একটি দু‘আ শিখিয়ে দিন। তিনি বললেন, এ দু‘আটি বলবে,

اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّك أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

অর্থ: ‘‘হে আল্লাহ্! আমি নিজের উপর অধিক জুলুম করেছি। আপনি ছাড়া সে অপরাধ ক্ষমা করার আর কেউ নেই। আপনার পক্ষ হতে আমাকে তা ক্ষমা করে দিন এবং আমার উপর রহমত বর্ষণ করুন।নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমাশীল ও দয়াবান।’’৩৫

২৬. ডানে ও বামে (‘*আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ*’)

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله

অর্থাৎ,তোমাদের উপর শান্তি ও আল্লাহর করুণা বর্ষিত হোক।

বলে সালাম ফিরিয়ে সালাত শেষ করা।

৩৪.সহীহ ,বুখারী-৩৩৭০।

৩৫,সহীহ, বুখারী-৮৩৪।

নামাজ ভঙ্গ হওয়ার কারণ

এমন কিছু কাজ আছে যেগুলো করলে নামাজ ভেঙে যায়;যার ফলে পুনরায় আবার নামাজ পড়তে হয়।নিচে সেগুলো উল্লেখ করা হলো-

১.নামাজের মধ্যে অশুদ্ধ কিরাত পড়া।যতটুকু অশুদ্ধ পড়লে কোরআনের অর্থ ও উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ পাল্টে যায়।৩৬

২.নামাজের ভেতর কথা বলা;

যায়িদ ইবনে আরক্কাম(রাঃ)থেকে বর্ণিত;তিনি বলেন,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ شُبَيْلٍ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ كَانَ أَحَدُنَا يُكَلِّمُ الرَّجُلَ إِلَى جَنْبِهِ فِي الصَّلاَةِ فَنَزَلَتْ { وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ } فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ وَنُهِينَا عَنِ الْكَلاَمِ

অর্থঃআমাদের কেউ সালাত আদায় অবস্থায়ই তার পাশের ব্যক্তির সাথে কথা বলতো। অতঃপর এ আয়াত নাযিল হয় "তোমরা আল্লাহর একান্ত অনুগত হয়ে (সালাত) দাঁড়াও" (সূরাহ আল-বাক্কারাহঃ ২৩৮)। এ আয়াতে আমাদেরকে সালাত চুপ থাকতে আদেশ দেয়।৩৭

৩.নামাজরত অবস্থায় কাউকে সালাম দেওয়া;

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত,

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ كُنَّا نُسَلِّمُ فِي الصَّلاَةِ وَنَأْمُرُ بِحَاجَتِنَا فَقَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُصَلِّي فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَىَّ السَّلاَمَ فَأَخَذَنِي مَا قَدُمَ وَمَا حَدُثَ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الصَّلاَةَ قَالَ " إِنَّ اللَّهَ يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ وَإِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَزَّ قَدْ أَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ أَنْ لاَ تَكَلَّمُوا فِي الصَّلاَةِ " . فَرَدَّ عَلَىَّ السَّلاَمَ

অর্থঃ তিনি বলেন, আমরা সালাতের অবস্থায়ই সালাম দিতাম এবং আমাদের জরুরী কথাবার্তাও বলতাম। পরবর্তীতে আমি হাবশা থেকে ফিরে আসার পর তাঁকে সালাতের অবস্থায় সালাম করলে তিনি এর জবাব দিলেন না।

৩৬, ফাতাওয়ায়ে শামি : ১/৬৩৩-৬৩৪, হিন্দিয়া : ১/৮০।

৩৭,সহীহ,আবু দাউদ-৯৪৯।

ফলশ্রুতিতে আমার মনে নতুন ও পুরাতন বহু চিন্তার উদ্ভব হলো। অতঃপর সালাত শেষে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ “মহান আল্লাহ্ যখন ইচ্ছে নতুন নির্দেশ প্রদান করেন। মহান আল্লাহ্র নতুন নির্দেশ হচ্ছে, সালাতের অবস্থায় কথা বলা যাবে না।” অতঃপর তিনি আমার সালামের জবাব দেন।৩৮

৪.সালামের উত্তর দেওয়া।

৫.ব্যাথা কিংবা দুঃখে ওহ্ – আহ্ শব্দ করা।৩৯

৬.কানো কারণ ছাড়াই কাশি দেওয়া।৪০

৭.আমলে কাছীর করা।অর্থাৎ যে কাজ করলে মানুষ তাকে দেখলে নামাজি মনে করে না।৪১

৮.দুনিয়াবি কোনো কষ্টে শব্দ করে কাঁদলে।৪২

৯.তিন তাসবিহ পরিমাণ সতর খুলে রাখলে।৪৩

১০.নামাজের মধ্যে এমনভাবে হাসা যার আওয়াজ অন্য কেউ শুনতে পায়

১১.ইচ্ছাকৃত কোনো কিছু খাওয়া।৪৪

১২.হাঁচির জবাব দেওয়া।৪৫

১৩.বিনা কারণে বার বার নড়াচড়া করা।

১৪.কোনো রুকন বাদ দেওয়া বা বৃদ্ধি করা।

৩৮.হাসান সহীহ, আবু দাউদ-৯২৪

৩৯.(আদ্দুররুল মুখতার:১/৬১৯,আল বাহরুর রায়েক:২/৪,মারাকিল ফালাহ : ১/১২১)

৪০. ফাতাওয়ায়ে শামি:৩/৬১৮,মারাকিল ফালাহ:১/১২১,আল বাহরুর রায়েক:২/৫

৪১.ফাতাওয়ায়ে ফকীহুল মিল্লাত : ৩/৪৮৫, ফাতাওয়ায়ে শামি : ১/৬২৪-৬২৫, বায়েউস সানায়ে : ১/২৪১

৪২.হাশিয়াতু তাহতাবি : ১/৩২৫, ফাতাওয়ায়ে শামি : ১/৬১৯, নুরুল ইজাহ, পৃ. ৬৮

৪৩.ফাতওয়ায়ে শামি : ১/২৭৩, কাফি : ১/২৩৮, মাওয়াহিবুল জলিল : ১/৩৯৮, মুগনিল মুহতাজ : ১/১৮৮,

৪৪. মারাকিল ফালাহ : ১/১২১, নুরুল ঈজাহ : ১/৬৮

৪৫.ফাতাওয়ায়ে শামি : ২/১১৭

১৪.কোনো রুকন বাদ দেওয়া বা বৃদ্ধি করা

১৫.ইচ্ছাকৃত নামাজের রাকাআত বেশি করা।

১৬.ইচ্ছাকৃত ইমামের আগে মুক্তাদির সালাম ফেরানো।

১৭.সালাতের মধ্যেই সালাত ভঙ্গ করার নিয়ত করা।

১৮.পাগল হয়ে গেলে।

১৯.বেহুশ হয়ে গেলে।

২০.ফজর নামাজ পড়া অবস্থায় সূর্য উদিত হয়ে গেলে।

২১.নামাজে কুরআন দেখে পাঠ করলে।

২২.নামাজের মধ্যে এক রুকন আদায় করা যায় এই পরিমাণ সময় সতর খুলা রাখলে।

২৩.জুমার নামাজ পড়া অবস্থায় আসরের ওয়াক্ত শুরু হয়ে গেলে।

২৪.নামাজে উচ্চঃস্বরে হাসলে।

২৫.মোজার উপর মাসেহকারীর মোজা নামাজের মধ্যে ই খুলে ফেললে।

২৬.নামাজের মধ্যে জানাবাত হলে।

সালাত মাকরুহ হওয়ার কারণ

বান্দা যখন সালাতে দাঁড়ায় তখন যেন তার রবের সামনে হাজির হয়। এ মহান সাক্ষাতে যা সব ধরনের অপছন্দনীয় ও ঘৃণিত তথা মাকরূহ কাজ পরিহার করে সালাত সম্পাদন করা উচিত। নিচে মাকরূহ অথাৎ অপছন্দনীয় কাজের একটি বিবরণ দেয়া হলো। এগুলোতে সালাত ভঙ্গ না হলেও সালাতের আদব রক্ষার জন্য এগুলো থেকে দূরে থাকা উচিত।

১.অনর্থক এদিক-সেদিক তাকানো। ২.আকাশের দিকে দৃষ্টি দেওয়া। এ বিষয়ে রাসূল (স)-এর কঠোর নিষেধাজ্ঞা এসেছে।এমনকি দৃষ্টি কেড়ে নেওয়ার শাস্তির কথাও উল্লেখ করা হয়েছে।৩.ইচ্ছাকৃত নামাজের কোনো সুন্নত ছেড়ে দেওয়া।৪.মাটিতে হাত বিছিয়ে সিজদা করা।৫.ফরজ সালাতে বিনা ওজরে আসন করে বসা।৬.সালাত থেকে অমনোযোগী করে এমন বস্তুর দিকে দৃষ্টি দেওয়া।যেমন ছবি, কোন লেখা বা এ জাতীয় কোন কিছু।৭.নামাযের সামনে এমন কিছু রাখা, যা মুসল্লীকে সালাত থেকে অন্যমনস্ক করে, অমনোযোগী করে।৮. চতুষ্পদ জন্তুর মতো হাঁটু গেড়ে বসা।৯.নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিয়ে অনর্থক তামাশা করা।১০. আঙুলের ভেতর আঙুল ঢুকানো, আঙুল ফুটানো।১১. খাবার নিয়ে আসলে না খেয়ে ক্ষুধার্ত অবস্থায় সালাত শুরু করে দেওয়া।১২. পেশাব-পায়খানার বেগ নিয়ে সালাত আদায় করা।১৩. মসল্লীর সামনে কিংবা ডানে থুতু নিক্ষেপ করা।১৪. চুল, দাড়ি ও কাপড় টানাটানি করা।১৫.সালাতে চুল বাঁধা।১৫. মুখ ঢেকে রাখা ও কাঁধের দুপাশে চাদর, গামছা ও পাগড়ি ঝুলিয়ে দেওয়া।১৭. ইমাম ব্যতীত অন্যের জন্য মসজিদে সালাতের স্থান নির্দিষ্ট করে নেওয়া।১৮. বৈঠকে হাতে ভর দিয়ে বসা।১৯. হাই উঠলে মুখ হা করে রাখা।২০. কাতারে পৌছার আগেই তাড়াহুড়া করে রুকু করা।২১. কাঁচা পেঁয়াজ, রসুন ও দুর্গন্ধযুক্ত কিছু খেয়ে মসজিদে সালাত আদায় করা।২২.তন্দ্রাছন্ন হয়ে সালাত আদায় করা।৪৬

৪৬.ফিকহুল ইবাদত

নামাজে খুশু-খুযু

ইবাদাতের মধ্যে স্থিরতা অবলম্বন করা হলো খুশু;অর্থাৎ অন্তর কে আল্লাহর তা'আলার প্রতি নিবিষ্ট করা।আর ইবাদাতটি একাগ্রতাসহকারে আদায় করাকে খুযু বলে।

খুশু-খুযুর দুটি অংশ রয়েছে-১.নামাযে অঙ্গ-প্রতঙ্গ স্থির রাখা।২.মনোযোগ ও একাগ্রতা রক্ষা করা।এই দুই বৈশিষ্ট্যের সাথে যে নামাজ আদায় করা হয় তাকে খুশু-খুযুযুক্ত নামাজ বলে।

খুশু-খুযুর গুরুত্ব

নামাজে খুশু-খুযু অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ।খুশু-খুযুকে নামাজের প্রাণ বলা হয়।কুরআন ও হাদিসে এ সম্পর্কে অনেক তাকিত দেওয়া হয়েছে।পবিত্র কুরআনের আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন বলেছেন,

قَدۡ اَفۡلَحَ الۡمُؤۡمِنُوۡنَ
الَّذِيۡنَ هُمۡ فِىۡ صَلَاتِہِمۡ خٰشِعُوۡنَ

অর্থঃঅবশ্যই মুমিনগণ সফল হয়েছে।যারা নিজেদের নামাযে বিনয় নম্রতা অবলম্বন করে।৪৭

উল্লেখিত আয়াত দ্বারা আল্লাহ সফলকাম মুমিনদের যে সর্বপ্রথম গুণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন -তারা হবে খুশু-খুযুপূর্ণ নামাজ আদায়কারী।নামাজে আল্লাহ তা'আলার সামনে এমনভাবে দাঁড়াতে হবে যেনো কোনো অলসতা,গাফিলতি ও বেপরোয়া ভাবের কোনো চিহ্ন ও যেন না আসে।

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি আল্লাহ্‌র রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে সালাতে এদিক ওদিক তাকানো সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেনঃ

هُوَ اخْتِلاَسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلاَةِ الْعَبْدِ

অর্থঃএটা একধরনের ছিনতাই, যার মাধ্যমে শয়তান বান্দার সালাত হতে অংশ বিশেষ অংশ ছিনিয়ে নেয়।৪৮

নামাজ মহান আল্লাহর কাছে গ্রহণীয় ও যথাযথ মূল্যায়িত হওয়ার জন্য খুশু-খুজু অর্জন একান্তভাবে জরুরী।সালাফে সালেহীনরাও খুশু-খুযুর সাথে নামাজ আদায় করতেন।

৪৭.সূরা আল-মুমিনুল,আয়াত:১,২,

৪৮.সহীহ বুখারী-৭৫১,

নামাজে মনযোগ ধরে রাখার কৌশল

নামাজের মনোযোগ ধরে রাখার কিছু কাজ আছে যেগুলো করলে নামাজে মনযোগ নষ্ট হবে না, সেই কাজগুলো হলো:

১.নামাজ শুরু করার ১০/১৫ মিনিট আগে থেকে নামাজের প্রস্তুতি নেওয়া। অর্থাৎ দুনিয়াবি সব কাজ থেকে নিজেকে দূরে রাখা এবং উত্তম ভাবে অযু করা।

২.এমন মনোভাব নিয়ে নামাজে দাঁড়াতে হবে,যেন এটিই জীবনের শেষ নামাজ।

৩.অর্থ বুঝে নামাজ আদায় করা ।

৪.নামাজে এমন অনুভূতি নিয়ে দাঁড়ানো যে আমি আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে আছি এবং তিনি আমায় দেখছেন।

৫.নামাজের মনোযোগ নষ্ট হতে পারে এমনসব জিনিস দূরে রাখা।

আইশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত,তিনি বলেনঃ আল্লাহ্‌র রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদা একটি কারুকার্য খচিত চাদর গায়ে দিয়ে সালাত আদায় করলেন। আর সালাতে সে চাদরের কারুকার্যের প্রতি তাঁর দৃষ্টি পরল। সালাত শেষে তিনি বললেনঃ এ চাদরখানা আবূ জাহমের নিকট নিয়ে যাও, আর তাঁর কাছ হতে আমবিজানিয়্যাহ (কারুকার্য ছাড়া মোটা চাদর) নিয়ে আস। এটা তো আমাকে সালাত থেকে অমনোযোগী করে দিচ্ছিল। হিশাম ইবনে ‘উরওয়া (রহঃ) তাঁর পিতা হতে এবং তিনি ‘আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ আমি সালাত আদায়ের সময় এর কারুকার্যের প্রতি আমার দৃষ্টি পড়ে। তখন আমি আশংকা করেছিলাম যে, এটা আমাকে ফিতনায় ফেলে দিতে পারে।৪৯

———————————

৪৯.সহীহ, বুখারী-৩৭৩

৬.নামাজে তাড়াহুড়ো না করা।অর্থাৎ রুকু,সিজদাহ্ এবং সমস্ত রুকনগুলো যথাসম্ভব লম্বা করা।

৭.নামাজের বৈচিত্র্য আনা।

৮.নজরের হেফাজত করা।

৯.নামাজের মধ্যে মনোযোগ অন্যদিকে চলে গেলে সাথে সাথে নিজেকে শাসন করা বা ভৎসনা করা।

১০.মহিলাদেরকে সালাত আদায়কারী হওয়ার সাথে সাথে পর্দাশীল হওয়া আবশ্যক। কারণ বেপর্দা মহিলারা যখন মাথায় কাপড় পরে সালাত আদায় করে তখন তারা তাড়াতাড়ি সালাত শেষ করে চাদর খুলতে চেষ্টা করে। এজন্য সালাতে মন বসে না।

১১. সালাতের সময় ঘুম এলে যথাসম্ভব তা দূর করে সালাত আদায় করতে হবে।

عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ : اِذَا نَعَسَ اَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّيْ فَلْيَرْقُدْ حَتّٰى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ فَاِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا صَلّٰى وَهُوَ نَاعِسٌ لَا يَدْرِيْ لَعَلَّهٗ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبَّ نَفْسَهٗ

আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত,তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ সালাতরত অবস্থায় তোমাদের কেউ তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লে সে যেন ঘুমের আমেজ চলে না যাওয়া পর্যন্ত ঘুমিয়ে নেয়। কারণ, যে তন্দ্রাচ্ছন্ন সালাত আদায় করে সে জানে না যে, সে কি ইস্তেগফার করছে নাকি নিজেকে গালি দিচ্ছে।৫০ ১২.যথাসম্ভব নিরব জায়গায় নামাজ আদায় করা উচিৎ।

১৩.লাতের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্যের কথা স্মরণ করে সালাতে দাঁড়াব। চিন্তা করব যে, এ সালাত আল্লাহর পক্ষ থেকে আমার জন্য এক বিরাট নিয়ামত।

১৪.সালাতে দাঁড়িয়ে মনে করব, আমাকে মৃত্যুবরণ করতেই হবে এবং ফিরে যেতে হবে সেই মহান বাদশার নিকট,

---

৫০. সহীহ, বুখারী-২১২,মুসলিম-১৮৭১;

যাঁর সামনে আমি দন্ডায়মান হয়েছি। তাঁর কাছে সকল কাজের হিসাবও দিতে হবে।৫১

১৪.সালাতে দাঁড়িয়ে মনে করব, আমাকে মৃত্যুবরণ করতেই হবে এবং ফিরে যেতে হবে সেই মহান বাদশার নিকট, যাঁর সামনে আমি দন্ডায়মান হয়েছি। তাঁর কাছে সকল কাজের হিসাবও দিতে হবে।৫১

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺবলেছেন, তুমি সালাতে মৃত্যুকে স্মরণ করো। কারণ মানুষ যখন তার সালাতে মৃত্যুকে স্মরণ করে, তখন যথার্থই সে তার সালাতকে সুন্দর করে। আর তুমি ঐ ব্যক্তির ন্যায় সালাত আদায় করো, যে ধারণা করে যে, সে আর সালাত আদায় করার সুযোগ পাবে না। আর তুমি এমন সব কাজ থেকে দূরে থাকবে, যা করার পর তোমাকে কৈফিয়ত দিতে হয়।৫২

১৪. আমি আল্লাহর বন্দেগী ও দাসত্ব করছি। এই দাসত্ব ঠিকমত হচ্ছে কি না, তা আমি জানি না। সুতরাং নিজের ত্রুটি স্বীকার করে মনকে ভীতি দ্বারা পরিপূর্ণ রাখতে হবে।

১৫.আমাদের ভয় করতে হবে যে আমরা যতই ইবাদাত করি না কেন, তা প্রয়োজনের তুলনায় কম।

উপরে বর্ণিত পন্থাগুলো অবলম্বনের পাশাপাশি আল্লাহর কাছে নামাজ মনোযোগ ধরে রাখার জন্য সবসময় দোয়া করতে হবে।আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে খুশু-খুযু সহ সালাত আদায় করার তাওফিক দান করুন।

(আ-মীন)

৫১,কিতাবুস সালাত

৫২,জামেউস সগীর, হা/৮৫১; সিলসিলা সহীহাহ, হা/১৪২১

নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত

ইসলামের ৫ টি স্তম্ভের মধ্যে নামাজের অবস্থান

ইসলাম ধর্মের দ্বিতীয় স্তম্ভের নাম হচ্ছে নামাজ। আল্লাহ তাআলা মিরাজের রাত্রে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করে দিয়েছেন।ঈমানের পরে নামাজের কথা বলা হয়েছে।

ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

অর্থঃ আল্লাহর রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,ইসলামের ভিত্তি ৫ টি।৫৩

১.আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ্ বা উপাস্য নেই এবং নিশ্চয়ই মুহাম্মদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রসূল- এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করা।

২.সালাত কায়েম করা।

৩.যাকাত দেওয়া।

৪.হজ্জ করা।

৫.রমযানে সিয়াম পালন করা।

অর্থাৎ কালিমাতে বিশ্বাস স্থাপন বা ঈমান আনার পর সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল নামাজ কায়েম করা।

৫৩.বুখারি ৮, মুসলিম ১৬,

পবিত্র কুরআনের আলোকে নামাজে গুরুত্ব

নামাজ আল্লাহর পক্ষ থেকে অতিব গুরুত্বপূর্ণ এক ইবাদত।পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীন ৮২ জায়গায় নামাজের কথা বলেছেন।যা অন্যকোনো ইবাদাতের ক্ষেত্রে এতো বেশি আসে নাই।এতেই নামাজের গুরুত্ব মাহাত্ম্য উপলব্ধি করা যায়।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَ اسۡتَعِیۡنُوۡا بِالصَّبۡرِ وَ الصَّلٰوۃِ ؕ وَ اِنَّهَا لَکَبِیۡرَۃٌ اِلَّا عَلَی الۡخٰشِعِیۡنَ

অর্থঃআর তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য চাও। নিশ্চয় তা বিনয়ী ছাড়া অন্যদের উপর কঠিন।(আল-বায়ান)৫৪

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর অনুগত নয় এবং আখেরাতে বিশ্বাস করে না, তারজন্য নিয়মিত নামায পড়া আপদের শামিল।এ ধরনের আপদে সে কখনো নিজেকে জড়িয়ে ফেলতে পারে না। কিন্ত যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় ও সানন্দে আল্লাহর আনুগত্যে নিজেকে সোপর্দ করেছে এবং যে ব্যক্তি মৃত্যুর পর তার মহান প্রভুর সামনে হাযির হবার কথা চিন্তা করে, তার জন্য নামায পড়া নয়, নামায ত্যাগ করাই কঠিন।
(তাফহীমুল কুরআন।)

وَ اَقِیۡمُوا الصَّلٰوۃَ وَ اٰتُوا الزَّکٰوۃَ ؕ وَ مَا تُقَدِّمُوۡا لِاَنۡفُسِکُمۡ مِّنۡ خَیۡرٍ تَجِدُوۡهُ عِنۡدَ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعۡمَلُوۡنَ بَصِیۡرٌ

অর্থঃআর তোমরা সালাত কায়েম কর ও যাকাত দাও এবং যে নেক আমল তোমরা নিজদের জন্য আগে পাঠাবে, তা আল্লাহর নিকট পাবে। তোমরা যা করছ নিশ্চয় আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা।(আল-বায়ান)৫৫
অর্থাৎ ইয়াহুদীদের যেহেতু ইসলাম ও নবী করীম (সাঃ)-এর প্রতি হিংসা ও বিদ্বেষ ছিল, তাই তারা মুসলিমদেরকে ইসলাম থেকে দূরে রাখার জঘন্য প্রচেষ্টা চালাতো।সুতরাং এখানে মুসলিমদেরকে বলা হচ্ছে যে,

____

৫৪.সূরা আল-কারাহ্,আয়াত: ৪৫।

৫৫.সূরা আল-বাকারা,আয়াত:১১০।

তোমরা ধৈর্য ও উপেক্ষার পথ অবলম্বন কর এবং ইসলামের বিধি-বিধান ও ফরয কাজগুলো পালন কর, যার নির্দেশ তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছে।(তাফসীরে আহসানুল বায়ান)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوا اسۡتَعِيۡنُوۡا بِالصَّبۡرِ وَ الصَّلٰوةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيۡنَ
অর্থঃহে মুমিনগণ,ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য চাও। নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।(আল-বায়ান)৫৬

অর্থাৎ মানুষের দু'টি অবস্থা হয়, আরাম ও স্বস্তি এবং কষ্ট ও অস্বস্তি। আরাম ও স্বস্তির সময় আল্লাহর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন এবং কষ্ট ও অস্বস্তির সময় ধৈর্য ধারণ ও আল্লাহর নিকট সাহায্য কামনার তাকীদ করা হয়েছে। হাদীসে এসেছে, মুমিনের ব্যাপারটা আশ্চর্যজনক। তার জন্য আনন্দের কোন কিছু হলে, সে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। আর ক্ষতিকর কোন কিছু হলে, সে ধৈর্য ধারণ করে। এই উভয় অবস্থা তার জন্য কল্যাণকর। *(মুসলিম ২৯৯৯নং)* ধৈর্য দু'প্রকারের। প্রথম হল, হারাম ও পাপ কাজ ত্যাগ করা ও তা থেকে দূরে থাকার উপর এবং লোভনীয় (অবৈধ) জিনিস বর্জন ও সাময়িক সুখ ত্যাগ করার উপর ধৈর্য ধারণ করা। দ্বিতীয় হল, আল্লাহর নির্দেশাবলী পালন করতে গিয়ে যে কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়,তা ধৈর্য ও সংযমের সাথে সহ্য করা। কেউ কেউ সবর ও ধৈর্যের ব্যাখ্যা এইভাবে করেছেন, আল্লাহর পছন্দনীয় কর্মসমূহ সম্পাদন করা; তাতে দেহ ও আত্মায় যতই কষ্ট অনুভব হোক না কেন। আর আল্লাহর অপছন্দনীয় কর্মসমূহ থেকে দূরে থাকা; তাতে প্রবৃত্তি ও কামনা তাকে সেদিকে যতই আকৃষ্ট করুক না কেন। *(ইবনে কাসীর)*

সূরা নিসার এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

اَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا لَا تَقۡرَبُوا الصَّلٰوةَ وَ اَنۡتُمۡ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعۡلَمُوۡا مَا تَقُوۡلُوۡنَ وَ لَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِىۡ سَبِيۡلٍ حَتّٰى تَغۡتَسِلُوۡا ؕ وَ اِنۡ كُنۡتُمۡ مَّرۡضٰۤى اَوۡ عَلٰى سَفَرٍ اَوۡ جَآءَ اَحَدٌ مِّنۡكُمۡ مِّنَ الۡغَآئِطِ اَوۡ لٰمَسۡتُمُ النِّسَآءَ فَلَمۡ تَجِدُوۡا مَآءً فَتَيَمَّمُوۡا صَعِيۡدًا طَيِّبًا فَامۡسَحُوۡا بِوُجُوۡهِكُمۡ وَ اَيۡدِيۡكُمۡ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوۡرًا

৫৬.সূরা আল-বাকারা,আয়াত:১৫৩

অর্থঃহে মুমিনগণ, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তোমরা সালাতের নিকটবর্তী হয়ো না, যতক্ষণ না তোমরা বুঝতে পার যা তোমরা বল এবং অপবিত্র অবস্থায়ও না, যতক্ষণ না তোমরা গোসল কর, তবে যদি তোমরা পথ অতিক্রমকারী হও। আর যদি তোমরা অসুস্থ হও বা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেউ প্রস্রাব-পায়খানা থেকে আসে কিংবা তোমরা স্ত্রী সম্ভোগ কর, তবে যদি পানি না পাও তাহলে পবিত্র মাটিতে তায়াম্মুম কর। সুতরাং তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত মাসেহ কর। নিশ্চয় আল্লাহ মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল।(আল-বায়ান)৫৭

وَ اَنۡ اَقِیۡمُوا الصَّلٰوۃَ وَ اتَّقُوۡہُ ؕ وَ ہُوَ الَّذِیۡۤ اِلَیۡہِ تُحۡشَرُوۡنَ

অর্থঃআর(আদিষ্ট হয়েছি যে)তোমরা সালাত কায়েম কর এবং তাঁর তাকওয়া অবলম্বন কর। আর তিনিই, যার কাছে তোমাদেরকে সমবেত করা হবে।(আল-বায়ান)৫৮

وَأَنْ أَقِيْمُوْاএর সংযোগ হল لِنُسْلِمَএর সাথে। অর্থাৎ, আমাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আমরা যেন বিশ্বের প্রতিপালকের অনুগত হয়ে যাই। আর আমরা যেন নামায কায়েম করি এবং তাঁকে ভয় করি। আনুগত্য স্বীকার করে নেওয়ার পর সবচেয়ে বড় নির্দেশ নামায প্রতিষ্ঠা করার নির্দেশই দেওয়া হয়েছে। এতে নামাযের গুরুত্ব সুস্পষ্ট হয়ে যায়। আর এর পর রয়েছে আল্লাহভীরুতার নির্দেশ। কারণ, নামাযের প্রতি যত্নবান হওয়া আল্লাহভীরুতা ও নম্রতা ব্যতীত সম্ভব নয়।

مُنِیۡبِیۡنَ اِلَیۡہِ وَ اتَّقُوۡہُ وَ اَقِیۡمُوا الصَّلٰوۃَ وَ لَا تَکُوۡنُوۡا مِنَ الۡمُشۡرِکِیۡنَ

অর্থঃতাঁর অভিমুখী হয়ে তাঁকে ভয় কর, সালাত কায়েম কর, আর মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।(আল-বায়ান)৫৯

৫৭.সূরা আন-নিসা,আয়াত:৪৩।

৫৮.সূরা আন-আম,আয়াত:৭২।

৫৯.সূরা রোম, আয়াত:৩১।

অর্থাৎ, ঈমান, আল্লাহর ভয় (তাকওয়া ও পরহেযগারী) এবং নামায ত্যাগ করে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেয়ো না।(তাফসীরে আহসানুল বায়ান)

قُلْ لِّعِبَادِیَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا یُقِیْمُوا الصَّلٰوۃَ وَ یُنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّ عَلَانِیَۃً مِّنْ قَبْلِ اَنْ یَّاْتِیَ یَوْمٌ لَّا بَیْعٌ فِیْهِ وَ لَا خِلٰلٌ

অর্থঃআমার বান্দাদের বল, ‘যারা ঈমান এনেছে, তারা যেন সালাত কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিয্ক দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, ঐ দিন আসার পূর্বে যে দিন কোন বেচা-কেনা থাকবে না এবং থাকবে না বন্ধুত্বও।(আল-বায়ান)৬০

অর্থাৎ নামায কায়েম বা প্রতিষ্ঠা করার অর্থ এই যে, তা নবী (সাঃ)-এর তরীকা মোতাবেক যথাসময়ে, মনোযোগ সহকারে এবং বিনয়-নম্রতা বজায় রেখে সম্পন্ন করা। ব্যয় করার অর্থ যাকাত আদায় করা, তার মাধ্যমে আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখা এবং অন্যান্য অভাবীদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করা। শুধু এই নয় যে, মুসলিম নিজের স্বার্থে ও নিজস্ব প্রয়োজনে অকুণ্ঠভাবে বহু অর্থ ব্যয় করবে; কিন্তু আল্লাহর নির্দেশিত স্থানে ব্যয় করতে কুণ্ঠাবোধ করবে। কিয়ামতের দিন এমন হবে যেখানে না ক্রয়-বিক্রয় সম্ভব হবে, আর না কোন বন্ধুত্ব কারো কাজে আসবে।(তাফসীরে আহসানুল বায়ান)

যুদ্ধের ময়দানে ও নামাজের কথা বলা হয়েছে,পবিত্র কুরআনে সূরা নিসায় বলা আছে,

وَ اِذَا كُنْتَ فِیْهِمْ فَاَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰوۃَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَۃٌ مِّنْهُمْ مَّعَکَ وَ لْیَاْخُذُوْۤا اَسْلِحَتَهُمْ ۟ فَاِذَا سَجَدُوْا فَلْیَكُوْنُوْا مِنْ وَّرَآئِكُمْ ۪ وَ لْتَاْتِ طَآئِفَۃٌ اُخْرٰی لَمْ یُصَلُّوْا فَلْیُصَلُّوْا مَعَکَ وَ لْیَاْخُذُوْا حِذْرَهُمْ وَ اَسْلِحَتَهُمْ ۚ وَدَّ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا لَوْ تَغْفُلُوْنَ عَنْ اَسْلِحَتِكُمْ وَ اَمْتِعَتِكُمْ فَیَمِیْلُوْنَ عَلَیْكُمْ مَّیْلَۃً وَّاحِدَۃً ؕ وَ لَا جُنَاحَ عَلَیْكُمْ اِنْ كَانَ بِكُمْ اَذًی مِّنْ مَّطَرٍ اَوْ كُنْتُمْ مَّرْضٰۤی اَنْ تَضَعُوْۤا اَسْلِحَتَكُمْ ۚ وَ خُذُوْا حِذْرَكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْكٰفِرِیْنَ عَذَابًا مُّهِیْنًا

অর্থঃআর যখন তুমি তাদের মধ্যে থাকবে। অতঃপর তাদের জন্য সালাত কায়েম করবে, তখন যেন তাদের মধ্য থেকে একদল তোমার সাথে দাঁড়ায় এবং তারা তাদের অস্ত্র ধারণ করে। এরপর যখন সিজদা করে ফেলবে, তখন তারা যেন তোমাদের

৬০.সূরা ইবরাহীম,আয়াত:৩১।

পেছনে অবস্থান নেয়। আর অপর একটি দল যারা সালাত আদায় করেনি তারা যেন তোমার সাথে এসে সালাত আদায় করে এবং তারা যেন তাদের সতর্কতা অবলম্বন ও অস্ত্র ধারণ করে। কাফিররা কামনা করে যদি তোমরা তোমাদের অস্ত্র-শস্ত্র ও আসবাব-পত্র সম্বন্ধে অসতর্ক হও তাহলে তারা তোমাদের উপর একসাথে ঝাঁপিয়ে পড়বে। আর যদি বৃষ্টির কারণে তোমাদের কোন কষ্ট হয় অথবা তোমরা অসুস্থ হও তাহলে অস্ত্র রেখেদেয়াতে তোমাদের কোন দোষ নেই। আর তোমরা তোমাদের সতর্কতা অবলম্বন করবে। নিশ্চয় আল্লাহ কাফিরদের জন্য প্রস্তুত করেছেন লাঞ্ছনাদায়ক আযাব।৬১

পূর্ববর্তী নবীদের প্রতি নামাযের নির্দেশ

শুধু রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর না;সালাত এবং যাকাত সকল নবীর যুগেই গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত ছিলো।পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা সকল নবী-রাসূলগনকে নামায কায়েম করা এবং যাকাত আদায়ের আদেশ দিয়েছেন।আল্লাহ্ তা'আলা,ইবরাহীম(আঃ),ইসহাক(আঃ),ইয়াকুব(আঃ) এর আলোচনা করে বলেন,

وَ جَعَلۡنٰهُمۡ اَئِمَّۃً یَّهۡدُوۡنَ بِاَمۡرِنَا وَ اَوۡحَیۡنَاۤ اِلَیۡهِمۡ فِعۡلَ الۡخَیۡرٰتِ وَ اِقَامَ الصَّلٰوۃِ وَ اِیۡتَآءَ الزَّکٰوۃِ ۚ
وَ کَانُوۡا لَنَا عٰبِدِیۡنَ

অর্থঃআর তাদেরকে আমি নেতা বানিয়েছিলাম,তারা আমার নির্দেশ অনুসারে মানুষকে সঠিক পথ দেখাত।আমি তাদের প্রতি সৎকাজ করার,সালাত কায়েম করার এবং যাকাত প্রদান করার জন্য ওহী প্রেরণ করেছিলাম।আর তারা আমারই ইবাদাত করত।৬২

৬১.,সূরা নিসা,আয়াত:১০২।

৬২.সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত:৭৩।

মারইয়াম আলাইহাস সালাম যখন সদ্যপ্রসূত শিশু (ঈসা) কে নিয়ে নিজ সম্প্রদায়ের কাছে এলেন তখন তারা তাঁর প্রতি অভিযোগ করল এবং ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও কটাক্ষ করতে লাগল।তিনি ইশারায় তাদের জানালেন তারা যেন শিশুটিকেই জিজ্ঞাসা করে,কীভাবে তার জন্ম হয়েছে?তখন তারা বলল, আমরা দোলনার শিশুর সাথে কীভাবে কথা বলব? এমন সময় আল্লাহ শিশুটির জবান খুলে দিলেন।শিশু ঈসা (আঃ)বলতে শুরু করলেন-

قَالَ اِنِّیۡ عَبۡدُ اللّٰہِ ؕ۟ اٰتٰنِیَ الۡکِتٰبَ وَ جَعَلَنِیۡ نَبِیًّا.وَّ جَعَلَنِیۡ مُبٰرَکًا اَیۡنَ مَا کُنۡتُ ۪ وَ اَوۡصٰنِیۡ بِالصَّلٰوۃِ وَ الزَّکٰوۃِ مَا دُمۡتُ حَیًّا. وَّ بَرًّۢا بِوَالِدَتِیۡ ۫ وَ لَمۡ یَجۡعَلۡنِیۡ جَبَّارًا شَقِیًّا.وَ السَّلٰمُ عَلَیَّ یَوۡمَ وُلِدۡتُّ وَ یَوۡمَ اَمُوۡتُ وَ یَوۡمَ اُبۡعَثُ ححَیًّا

অর্থঃশিশুটি (ঈসা আঃ) বলল, আমি তো আল্লাহর বান্দা; তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং আমাকে নবী বানিয়েছেন।আর যেখানেই আমি থাকি না কেন তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন এবং যতদিন আমি জীবিত থাকি তিনি আমাকে সালাত ও যাকাত আদায় করতে আদেশ করেছেন।আর আমাকে মায়ের প্রতি অনুগত করেছেন এবং তিনি আমাকে অহঙ্কারী, অবাধ্য করেননি।আর আমার উপর শান্তি, যেদিন আমি জন্মেছি এবং যেদিন আমি মারা যাব আর যেদিন আমাকে জীবিত অবস্থায় উঠানো হবে।৬৩

মূসা (আঃ)মাদইয়ান থেকে সপরিবারে মিসরের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন।পথে আগুন দেখতে পেয়ে তিনি কাছে এলেন।আসলে এটা জাগতিক আগুন ছিল না।এটা ছিল আল্লাহর নূর,কাছে আসার পর আল্লাহ তাকে ডেকে বললেন-

اِنِّیۡۤ اَنَا رَبُّکَ فَاخۡلَعۡ نَعۡلَیۡکَ ۚ اِنَّکَ بِالۡوَادِ الۡمُقَدَّسِ طُوًی. وَ اَنَا اخۡتَرۡتُکَ فَاسۡتَمِعۡ لِمَا یُوۡحٰی.اِنَّنِیۡۤ اَنَا اللّٰہُ لَاۤ اِلٰہَ اِلَّاۤ اَنَا فَاعۡبُدۡنِیۡ ۙ وَ اَقِمِ الصَّلٰوۃَ لِذِکۡرِیۡ.

অর্থঃনিশ্চয় আমি তোমার রব; সুতরাং তোমার জুতা জোড়া খুলে ফেল, নিশ্চয় তুমি পবিত্র ‘তুওয়া’ উপত্যকায় রয়েছ।আর আমি তোমাকে মনোনীত করেছি,

____

৬৩.সূরা মরিয়ম, আয়াত :৩০-৩৩।

সুতরাং যা ওহী রূপে পাঠানো হচ্ছে তা মনোযোগ দিয়ে শুন।নিশ্চয় আমি আল্লাহ,আমি ছাড়া কোন (সত্য)ইলাহ নেই;সুতরাং আমারই ইবাদত করো এবং আমার স্মরণার্থে সালাত কায়েম করো।৬৪

বনী ইসরাঈল ও আহলে কিতাবদের প্রতিও সালাতের নির্দেশ ছিলো।আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَ اِذۡ اَخَذۡنَا مِیۡثَاقَ بَنِیۡۤ اِسۡرَآءِیۡلَ لَا تَعۡبُدُوۡنَ اِلَّا اللّٰہَ ۟ وَ بِالۡوَالِدَیۡنِ اِحۡسَانًا وَّ ذِی الۡقُرۡبٰی وَ الۡیَتٰمٰی وَ الۡمَسٰکِیۡنِ وَ قُوۡلُوۡا لِلنَّاسِ حُسۡنًا وَّ اَقِیۡمُوا الصَّلٰوۃَ وَ اٰتُوا الزَّکٰوۃَ ؕ ثُمَّ تَوَلَّیۡتُمۡ اِلَّا قَلِیۡلًا مِّنۡکُمۡ وَ اَنۡتُمۡ مُّعۡرِضُوۡنَ

অর্থঃআর স্মরণ কর,যখন আমি বনী ইসরাঈলের অঙ্গীকার গ্রহণ করলাম যে,তোমরা আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদাত করবে যাকাত প্রদান কর।অতঃপর তোমাদের মধ্য থেকে স্বল্প সংখ্যক ছাড়া তোমরা সকলে উপেক্ষা করে মুখ ফিরিয়ে নিলে। ৬৫

অপর আয়াতে আল্লাহ তা’আলা বলেন,

وَ مَاۤ اُمِرُوۡۤا اِلَّا لِیَعۡبُدُوا اللّٰہَ مُخۡلِصِیۡنَ لَہُ الدِّیۡنَ ۬ۙ حُنَفَآءَ وَ یُقِیۡمُوا الصَّلٰوۃَ وَ یُؤۡتُوا الزَّکٰوۃَ وَ ذٰلِکَ دِیۡنُ الۡقَیِّمَۃِ ؕ

অর্থঃআর তাদেরকে কেবল এই নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, তারা যেন আল্লাহর ‘ইবাদাত করে তাঁরই জন্য দীনকে একনিষ্ঠ করে, সালাত কায়েম করে এবং যাকাত দেয়; আর এটিই হল সঠিক দীন।৬৬

অর্থাৎ আহলে-কিতাবদেরকে তাদের কিতাবে আদেশ করা হয়েছিল খাঁটি মনে ও একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করতে, সালাত কায়েম করতে ও যাকাত দিতে।

উপরের কুরআনের তত্ত্বের ভিত্তিতে জানা যায়, নামায সবযুগেই ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত ছিলো।

____

৬৪.সূরা ত্ব-হা,আয়াত :১৩-১৪।

৬৬.সূরা বাকারা;আয়াত:৮৩।

৬৬.,সূরা বাইয়্যিনাহ;আয়াত:৫।

হাদিসের আলোকে নামাজে গুরুত্ব

কেয়ামতের দিন আমলের মধ্যে সর্বপ্রথম হিসাব নেওয়া হবে নামাজের;

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ حَدَّثَنِي قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ حُرَيْثِ بْنِ قَبِيصَةَ، قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَقُلْتُ اللَّهُمَّ يَسِّرْ لِي جَلِيسًا صَالِحًا . قَالَ فَجَلَسْتُ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ إِنِّي سَأَلْتُ اللَّهَ أَنْ يَرْزُقَنِي جَلِيسًا صَالِحًا فَحَدِّثْنِي بِحَدِيثٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَنْفَعَنِي بِهِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلاَتُهُ فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ فَإِنِ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلَ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ " . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ . وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَدْ رَوَى بَعْضُ أَصْحَابِ الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ حُرَيْثٍ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ وَالْمَشْهُورُ هُوَ قَبِيصَةُ بْنُ حُرَيْثٍ . وَرُوِيَ عَنْ أَنَسِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوُ هَذَا .

অর্থঃআলী ইবনু নাসর ইবনু আলী আল-জাহযামী (রহঃ)-হুরায়স ইবনু কাবীসা রাদিয়াল্লাহু আনহ থেকে বর্ণিত আছে যে,তিনি বলেনঃ আমি একবার মদীনায় এলাম।দু'আ করলামঃহে আল্লাহ!তুমি আমার জন্য একজন নেক সঙ্গী লাভ সহজ করে দাও।পরে আমি আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর নিকটে গিয়ে বসলাম।বললামঃ একজন নেক সঙ্গী জুটিয়ে দিতে আমি আমি আল্লাহর নিকট দু'আ করেছিলাম। মেহেরবানী করে আপনি আপনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যে হাদীস শুনেছেন তা আমাকে শুনান।হয়ত আল্লাহ তা'আলা এর মাধ্যমে আমাকে উপকৃত করবেন।তিনি বললেনঃআমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি যে, কিয়ামতের দিন বান্দার আমলের মধ্যে সর্ব প্রথম হিসাব নেওয়া হবে সালাতের।যদি তা সঠিক বলে গণ্য হয়, তবে সে হবে কল্যাণপ্রাপ্ত ও সফলকাম। আর যদি তা সঠিক বলে গণ্য না হয়, তবে সে হবে অসফল ও ক্ষতিগ্রস্ত। ফরযের মধ্যে যদি কোন ক্রটি দেখা যায়, তবে মহান প্রভু বলবেনঃ লক্ষ্য কর, আমার বান্দার কোন নফল আমল আছে কি? তা দিয়ে তার ফরযের যতটুকু ক্রটি আছে তা পূরণ করে দাও। পরে এতদনুসারেই হবে অন্যান্য সব আমলের অবস্থা।৬৭

আবূ দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ، عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، وَأَبَانُ، كِلاَهُمَا عَنْ خُلَيْدٍ الْعَصَرِيِّ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " خَمْسٌ مَنْ جَاءَ بِهِنَّ مَعَ إِيمَانٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ مَنْ حَافَظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ عَلَى وُضُوئِهِنَّ وَرُكُوعِهِنَّ وَسُجُودِهِنَّ وَمَوَاقِيتِهِنَّ وَصَامَ رَمَضَانَ وَحَجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَأَعْطَى الزَّكَاةَ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ وَأَدَّى الأَمَانَةَ " . قَالُوا يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ وَمَا أَدَاءُ الأَمَانَةِ قَالَ الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ .

অর্থঃতিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে পাঁচটি কাজ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (১) যে ব্যক্তি উত্তমরূপে উযু ও রুকু' সাজদাহ্ সহকারে নির্ধারিত সময়ে সলাত আদায় করবে, (২) রমাযান মাসের সিয়াম পালন করবে, (৩) পথ খরচের সামর্থ্য থাকলে হাজ্জ করবে, (৪) সন্তুষ্ট চিত্তে যাকাত আদায় করবে, এবং (৫) আমানত আদায় করবে। লোকেরা বলল, হে আবূ দারদা! আমানত আদায়ের অর্থ কী? তিনি বললেন, অপবিত্র হলে গোসল করা।৬৮

وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَرَجَ زَمَنَ الشِّتَاءِ وَالْوَرَقُ يَتَهَافَتُ فَأَخَذَ بِغُصْنَيْنِ مِنْ شَجَرَةٍ قَالَ فَجَعَلَ ذَلِكَ الْوَرَقُ يَتَهَافَتُ قَالَ فَقَالَ: يَا أَبَا ذَرٍّ» قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ:إِنَّ العَبْد الْمُسلم ليصل الصَّلَاة يُرِيد بهَا وَجه الله فتهافت عَنهُ ذنُوبه كَمَا يتهافت هَذَا الْوَرَقُ عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ

অর্থঃআবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক শীতের সময়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হলেন, আর তখন গাছের পাতা ঝরে পড়ছিল। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একটি গাছের দু'টি ডাল ধরে নাড়া দিলেন।

____

৬৭.,সহীহ,ইবনু মাজাহ ১৪২৫, ১৪২৬,

৬৮.হাসান,আবু দাউদ-৪২৯

বর্ণনাকারী বলেন, তাতে গাছের পাতা ঝরতে লাগলো। আবূ যার (রাঃ) বলেন, তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে ডাকলেন, হে আবূ যার! উত্তরে আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি উপস্থিত। তিনি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহর কোন মুসলিম বান্দা যদি আল্লাহর সন্তুষ্টির বিধানের জন্য খালিস মনে সালাত (সালাত/নামায/নামাজ) আদায় করে, তার জীবন থেকে তার গুনাহসমূহ এভাবে ঝরে পড়তে থাকে যেভাবে গাছের পাতা ঝরে পড়ে।৬৯

وَعَن زيد بن خَالِد الْجُهَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلَّى سَجْدَتَيْنِ لَا يَسْهُو فِيهِمَا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

অর্থঃযায়দ বিন খালিদ আল জুহানী (রাঃ)হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি দু’ রাক্’আত সালাত (সালাত/নামায) আদায় করেছে, আর এতে ভুল করেনি, আল্লাহ তার অতীত জীবনের সব গুনাহ (সগীরাহ্) ক্ষমা করে দিবেন।৭০

সালাত সর্বোত্তম ইবাদত-

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تُحْصُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ

অর্থঃসাওবান (রাঃ)হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ (হে মু’মিনগণ!) তোমরা দীনের উপর যথাযথভাবে অটল থাকবে। অবশ্য তোমরা সকল (কাজ) যথাযথভাবে করতে পারবে না, তবে মনে রাখবে তোমাদের সকল কাজের মধ্যে সালাতই হচ্ছে সর্বোত্তম। আর উযূ (ওযু/ওজু/অজু)-র সব নিয়ম-কানুনের প্রতি মু’মিন ব্যতীত অন্য কেউ লক্ষ্য রাখে না।৭১

৬৯.সহীহ;আত্ তারগীব-৩৮৪

৭০.হাসান ;আবূ দাউদ-৯০৫,সহীহ আত্ তারগীব-২২৮।

৭১.সহীহ ; মিশকাত-২৯২;আহমাদ-২১৮৭৩,ইবনু মাজাহ্-২৭৭,দারিমী-৬৫৫।

সালাত আল্লাহর কাছে পছন্দনীয় ইবাদত –

أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ الْوَلِيدُ بْنُ الْعَيْزَارِ أَخْبَرَنِي قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَمْرٍو الشَّيْبَانِيَّ يَقُولُ حَدَّثَنَا صَاحِبُ هَذِهِ الدَّارِ وَأَشَارَ إِلَى دَارِ عَبْدِ اللهِ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ قَالَ الصَّلاَةُ عَلَى وَقْتِهَا قَالَ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ قَالَ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِي بِهِنَّ وَلَوْ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي.

অর্থঃআবূ ‘আমর শায়বানী (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি ‘আবদুল্লাহ্ ইবনু মাস‘ঊদ (রাযি.)-এর বাড়ির দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, এ বাড়ির মালিক আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে জিজ্ঞেস করলাম,

কোন্ ‘আমল আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়? তিনি বললেন, ‘যথা সময়ে সালাত আদায় করা। ইবনু মাস‘ঊদ (রাযি.) পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, অতঃপর কোনটি? তিনি বললেন, অতঃপর পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার। ইবনু মাস‘ঊদ (রাযি.) আবার জিজ্ঞেস করলেন, অতঃপর কোনটি? আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, অতঃপর জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্ (আল্লাহর পথে জিহাদ)। ইবনু মাস‘ঊদ (রাযি.) বলেন, এগুলো তো আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেনই, যদি আমি আরও অধিক জানতে চাইতাম, তাহলে তিনি আরও বলতেন।৭২

সালাত ত্যাগ না করার জন্য রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপদেশ-

وَعَن أبي الدَّرْدَاء قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي أَنْ لَا تُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَإِنْ قُطِّعْتَ وَحُرِّقْتَ وَلَا تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوبَة مُتَعَمدا فَمن تَركهَا مُتَعَمدا فقد بَرِئت مِنْهُ الذِّمَّةُ وَلَا تَشْرَبِ الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كل شَرّ.

অর্থঃআবুদ্ দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার বন্ধু (রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে উপদেশ দিয়েছেনঃ (১)তুমি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না, যদিও তোমাকে খণ্ডবিখন্ড করা হয় বা আগুনে পুড়িয়ে দেয়া হয়;

৭২.সহীহ;বুখারী -৫২৭

(২)ইচ্ছা করে কোন ফরয সালাত(সালাত/নামায)ত্যাগ করবে না, যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে ফরয সালাত(সালাত/নামায)ত্যাগ করবে তার ওপর থেকে ইসলাম প্রদত্ত নিরাপত্তা উঠে যাবে;

(৩)মদ পান করবে না, কারণ মদ হচ্ছে সকল মন্দের চাবিকাঠি।৭৩

রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্তানদের সালাতে অভ্যস্ত করার কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন-

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، - يَعْنِي ابْنَ الطَّبَّاعِ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ' مُرُوا الصَّبِيَّ بِالصَّلاَةِ إِذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ وَإِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ فَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا .

অর্থঃ মুহাম্মাদ ইবনু ঈসা .... আবদুল মালিক থেকে পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা এবং তাঁর দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের সন্তানদের বয়স যখন সাত বছর হয়, তখন তাদেরকে নামায পড়ার নির্দেশ দাও এবং যখন তাদের বয়স দশ বছর হবে তখন নামায না পড়লে এজন্য তাদের শাস্তি দাও।৭৪

অপর হাদিসে আছে,

إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قَالَ أَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلاَ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

অর্থঃআবদুল্লাহ্ ইবনু ’উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জেনে রেখো! তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল; আর তোমরা প্রত্যেকেই নিজ অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। অতএব ইমাম, যিনি জনগণের দায়িত্বশীল, তিনি তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন। পুরুষ গৃহকর্তা তার পরিবারের দায়িত্বশীল;

৭৩.সহীহ;মিশকাত-৫৮০,ইবনু মাযাহ্-৪০৩৪

৭৪.সহীহ;আবু দাউদ -৪৯৪

সে তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। নারী তার স্বামীর পরিবার,সন্তান-সন্ততির উপর দায়িত্বশীল, সে এসব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। কোন ব্যক্তির দাস স্বীয় মালিকের সম্পদের দায়িত্বশীল; সে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। অতএব জেনে রাখ, প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ দায়িত্বাধীন বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।৭৫

উক্ত হাদিস থেকে বুঝা যায় যে, পরিবারের প্রধান বা দায়িত্বশীল যিনি তার দায়িত্ব হলো পরিবারের সকল সদস্যদের সালাতে অভ্যস্ত করা।যদি এই দায়িত্বে অবহেলা করে তাহলে এর জন্য গুনাহগার হবেন পরকালে মুক্তির জন্য শুধু নিজের আমলই যথেষ্ট নয়,তাই এই দায়িত্বের ব্যপারে সচেতন হতে হবে।

অসুস্থ অবস্থায় দাঁড়াতে সক্ষম না হলে বসে নামাজ পড়ার আদেশ দেওয়া হয়েছে;বসে পড়তে না পারলে শুয়ে বা ইশারায় নামাজ পড়ার কথা বলা হয়েছে;ইশারা ইঙ্গিতে রুকু-সিজদা করতে না পারলেও মনে মনে নিয়ত করে নামাজ পড়তে হবে, অর্থাৎ যতক্ষণ হুস আছে তখনোও নামাজ আদায় করতে হবে।

হাদিসে বর্নিত আছে,

وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تستطع فعلى جنب

অর্থঃইমরান ইবনু হুসায়ন (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ সালাত (সালাত/নামাজ) দাঁড়িয়ে আদায় করবে। যদি তাতে সক্ষম না হও তাহলে বসে আদায় করবে। যদি তাতেও সক্ষম না হও তাহলে (শুয়ে) কাত হয়ে আদায় করবে।৭৬

———————————————

৭৫.সহীহ;বুখারী-৭১৩৮

৭৬.মিসকাতঃ১২৪৮,বুখারীঃ১১১৭

সফররত অবস্থায় যানবাহনে নামাজ পড়ার কথা বলা হয়েছে।মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সওয়ারীর উপর ফরয নামায পড়তেন না।ফরয নামাযের সময় হলে তিনি উট থেকে নেমে মাটিতে দাঁড়াতেন।সুতরাং সফরে (মোটর গাড়ি, গরুর গাড়ি, উট,হাতি, ঘোড়া প্রভৃতি) যানবাহনে নামাযের সময় হলে যানবাহন থামিয়ে নামায পড়তে হবে। কিন্তু যে যানবাহনে থামার বা নামার সুযোগ নেই,অথচ সেখানে যথানিয়মে পূর্ণরুপে নামায আদায় সম্ভব, সে যানবাহনে যথা সময়ে নামায পড়তে হবে। পরন্তু সেখানে যদি যথানিয়মে পূর্ণরুপে নামায আদায় করার সুযোগ না থাকে, তাহলে গন্তব্যস্থল পৌঁছনোর আগেই নামাযের সময় অতিবাহিত হওয়ার আশঙ্কা থাকলে সে যানবাহনের উপরেই যথাসময়ে নামায পড়ে নেওয়া জরুরী।৭৭

আবু দাউদের এক হাদিস থেকে পাই,হাদিস টি হাসান;

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا رِبْعِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجَارُودِ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي الْحَجَّاجِ، حَدَّثَنِي الْجَارُودُ بْنُ أَبِي سَبْرَةَ، حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا سَافَرَ فَأَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ اسْتَقْبَلَ بِنَاقَتِهِ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرَ ثُمَّ صَلَّى حَيْثُ وَجَّهَهُ رِكَابُهُ .

মুসাদ্দাদ (রহঃ) ..... আনাস ইবন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরকালিন সময়ে তাঁর বাহনের (উটের) মুখ কিবলার দিকে থাকা অবস্থায় নফল নামাযের নিয়াত করতেন, অতঃপর জন্তুযান যেদিকে মোড় নিত তিনি সেদিকে ফিরেই নামায পড়তেন।৭৮

৭৭.আহ্কামুল ইমামাতি অল-ই’তিমামি ফিস সালাত,
আব্দুল মুহ্সিন আল-মুনীফ ৪০১নং

৭৮.সহীহ;আবূ দাউদ-১২২৫।

কুরআন ও হাদিসের আলোকে নামাজে ফজিলত

দুনিয়া এবং পরকালে সালাতের উপকারিতা অনেক,আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীন সূরা নূরে বলেছেন-

وَ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ

অর্থঃআর তোমরা সালাত কায়েম কর,যাকাত দাও এবং রাসূলের আনুগত্য কর,যাতে তোমরা রহমতপ্রাপ্ত হতে পার।(আল-বায়ান)৭৯

সালাত আল্লাহর সাথে সম্পর্ক গড়ার সবচেয়ে বড় মাধ্যম।আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَ اسْجُدْ وَ اقْتَرِبْ

অর্থঃআর সিজদাহ্ কর এবং (আল্লাহ্) নৈকট্য লাভ কর।৮০

আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত;রাসূল(সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন-

أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ

অর্থ:বান্দা সাজদাহর সময়ে মহান আল্লাহর সর্বাধিক নৈকট্য লাভ করে।কাজেই এ সময় তোমরা অধিক পরিমাণে দু'আ পাঠ করবে।৮১

সালাতের মাধ্যমে মানসিক প্রশান্তি আসে,

وَ لَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ يَضِيْقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُوْلُوْنَ.فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَ كُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ

অর্থ:আর অবশ্যই আমি জানি যে, তারা যা বলে তাতে তোমার অন্তর সঙ্কুচিত হয়।সুতরাং তুমি তোমার রবের প্রশংসায় তাসবীহ পাঠ কর এবং সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হও।(আল-বায়ান)৮২

৭৯.সূরা আন-নূর,আয়াত:৫৬

৮০.সূরা আল-আলাক, আয়াত:১৯

৮১.সহীহ,আবু দাউদ-৮৭৫,মুসলিম-১১১১,মিশকাত-৮৯৪

৮২.সূরা আল- হিজর,আয়াত:৯৭-৯৮

আমাদের নবী মুহাম্মদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন মানুষদের দ্বীনের দাওয়াত দিতেন তখন কাফের-মুসরিকরা নানা ভাবে কষ্ট দিতো।এতে নবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মানসিকভাবে ভেঙে পরতেন।তাই আল্লাহ রব্বুল আলামীন নবীজি(সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে প্রশান্তি লাভের উপায় হিসেবে উক্ত আয়াতে তাসবিহ্ পাঠ করতে এবং সালাতে মসগুল হওয়ার নির্দেশ দিলেন।

সালাতের মাধ্যমে রুজিতে বরকত আসে;

وَ اۡمُرۡ اَهۡلَکَ بِالصَّلٰوۃِ وَ اصۡطَبِرۡ عَلَیۡهَا ؕ لَا نَسۡـَٔلُکَ رِزۡقًا ؕ نَحۡنُ نَرۡزُقُکَ ؕ وَ الۡعَاقِبَۃُ لِلتَّقۡوٰی

অর্থঃআর তোমার পরিবার-পরিজনকে সালাত আদায়ের আদেশ দাও এবং নিজেও তার উপর অবিচল থাক।আমি তোমার কাছে কোন রিযক চাই না।আমিই তোমাকে রিযক দেই আর শুভ পরিণাম তো মুত্তাকীদের জন্য।(আল-বায়ান)৮৩

এই আদেশ নবী (সাঃ)-এর সাথে তাঁর সমস্ত উম্মতের জন্য। অর্থাৎ, মুসলিমদের জন্য জরুরী যে, তাঁরা নিজেদের নামাযের প্রতি যত্নবান হবে এবং পরিবারের লোকেদেরকেও নামাযের জন্য তাকীদ করবে।আর বান্দারা যখন ইবাদতে আত্মনিয়োগ করে,তখন তার রুযী-রোজগারের ব্যবস্থা আল্লাহ তা’আলা সহজ করে দেন।

(তাফসীরে আহসানুল বায়ান)

সালাত জান্নাত লাভের উপায়;

أَبَا أُمَامَةَ، يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ وَصُومُوا شَهْرَكُمْ وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ

অর্থঃআবু উমামা আল বাহেলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বিদায় হজ্জের ভাষণে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেছেন, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদাত করো,

———————————————

৮৩.সূরা ত্ব-হা,আয়াত:১৩২;

পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করো, (রমাযান) মাসের রোযা রাখো, সম্পদের যাকাত আদায় করো এবং তোমাদের আমীরের আনুগত্য করো; তাহলে তোমরা তোমাদের রবের জান্নাতে প্রবেশ করবে।৮৪

সালাত কায়েমকারীদের জন্য সুসংবাদ ;

اِنَّ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَ اَقَامُوا الصَّلٰوۃَ وَ اٰتَوُا الزَّکٰوۃَ لَهُمۡ اَجۡرُهُمۡ عِنۡدَ رَبِّهِمۡ ۚ وَ لَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَ لَا هُمۡ يَحۡزَنُوۡنَ

যারা ঈমান আনে, সৎকাজ করে,নামায কায়িম করে এবং যাকাত আদায় করে,তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট সওয়াব নির্ধারিত আছে।তাদের কোন ভয় নেই,তারা চিন্তিতও না।(তাইসিরুল)৮৫

সালাতের মধ্যে রয়েছে ইহকালীন ও পরকালীন প্রশান্তি;আল্লাহ তা'আলা বলেন,

اَلَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَ تَطۡمَئِنُّ قُلُوۡبُهُمۡ بِذِكۡرِ اللّٰهِ ؕ اَلَا بِذِكۡرِ اللّٰهِ تَطۡمَئِنُّ الۡقُلُوۡبُ

অর্থঃ'যারা ঈমান আনে এবং আল্লাহর স্মরণে যাদের অন্তর প্রশান্ত হয়; জেনে রাখ,আল্লাহর স্মরণ দ্বারাই অন্তরসমূহ প্রশান্ত হয়'।(আল-বায়ান)৮৬
অর্থাৎ আল্লাহর স্মরণ বা যিকরের অর্থ তাঁর তওহীদের (একত্ববাদের) বর্ণনা,যার দ্বারা মুশরিকদের অন্তর সঙ্কুচিত হয়ে যায়।অথবা যিকর অর্থ তাঁর ইবাদত,কুরআন তিলাঅত, নফল ইবাদত এবং দু'আ ও মুনাজাত;যা ঈমানদারদের মনের খোরাক।অথবা তাঁর আদেশ-নির্দেশ পালন করা;যা ব্যতিরেকে ঈমানদার ও পরহেযগারগণ অস্থির থাকেন।(তাফসীরে আহসানুল বায়ান)
আর সম্পূর্ণ সালাতেই আল্লাহর যিকির।

৮৪,সহীহ,তিরমিজি -৬১৬;মুসনাদে আহমদ-২২২১৫।

৮৫.সূরা আল-বাকারা,আয়াত:২৭৭।

৮৬.সূরা আর-রাদ,আয়াত:২৮।

শুকনা পাতার মতো সালাত আদায়কারীর গুনাহ ঝরে পড়ে;

আবূ যার (রাঃ) থেকে বর্ণিত;তিনি বলেন

وَعَنْ أَبِيْ ذَرٍّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ زَمَنَ الشِّتَاءِ وَالْوَرَقُ يَتَهَافَتُ فَأَخَذَ بِغُصْنَيْنِ مِنْ شَجَرَةٍ قَالَ فَجَعَلَ ذٰلِكَ الْوَرَقُ يَتَهَافَتُ قَالَ فَقَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ لَيُصَلِّ الصَّلَاةَ يُرِيدُ بِهَا وَجْهَ اللهِ فَتَهَافَتُ عَنْهُ ذُنُوبُه كَمَا تَهَافَتُ هذَا الْوَرَقُ عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ. رَوَاهُ أَحْمَد

অর্থঃএক শীতের সময়ে নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বের হলেন, আর তখন গাছের পাতা ঝরে পড়ছিল।তিনি একটি গাছের দু'টি ডাল ধরে নাড়া দিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, তাতে গাছের পাতা ঝরতে লাগল। আবূ যার (রহঃ) বলেন, তখন তিনি আমাকে ডাকলেন, হে আবূ যার! উত্তরে আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! আমি উপস্থিত। তিনি বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহর কোন মুসলিম বান্দা যদি আল্লাহর সন্তুষ্টির বিধানের জন্য খালিস মনে সলাতে আদায় করে, আর জ়ীবন থেকে তার গুনাহসমূহ এভাবে ঝরে পড়তে থাকে যেভাবে গাছের পাতা ঝরে পড়ে।৮৭

পাঁচ ওয়াক্ত সালাত গুনাহসমূহের কাফফারা;

আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত;

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، وَالدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهَرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ، يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا، مَا تَقُولُ ذَلِكَ يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ ". قَالُوا لاَ يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ شَيْئًا. قَالَ " فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، يَمْحُو اللَّهُ بِهَا الْخَطَايَا ".

অর্থঃতিনি আল্লাহ্‌র রসূল(সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে বলতে শুনেছেন, "বলতো যদি তোমাদের কারো বাড়ির সামনে একটি নদী থাকে, আর সে তাতে প্রত্যহ পাঁচবার গোসল করে, তাহলে কি তাঁর দেহে কোন ময়লা থাকবে? তারা বললেন, তাঁর দেহে কোনরূপ ময়লা বাকী থাকবে না। আল্লাহ্‌র রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ এ হলো পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের উদহারণ। এর মাধ্যমে আল্লাহ্‌ তাআলা বান্দার গুনাহসমুহ মিটিয়ে দেন।"৮৮

৮৭.সহীহ;মিশকাত-৫৭৬।

৮৮.সহীহ;বুখারী- ৫২৮।

জামা’আতে সালাত আদায়ের গুরুত্ব ও ফজিলত

“জামা’আত”শব্দের আভিধানিক অর্থ কোনো জিনিসের আধিক্য। অর্থাৎ কিছু মানুষ কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে একত্রিত হওয়াকে “জামা’আত” বলে।তবে শরী'আতের পরিভাষায় “জামা’আত”বলতে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি মসজিদে একত্রিত হয়ে নামাজ আদায় করাকে বুঝায়।

আল্লাহ রব্বুল আলামীন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ মুসলিম উম্মাহ্’র জন্য ফরজ করে দিয়েছেন এবং মসজিদে গিয়ে জামা'আত আদায় করতে বলেছেন।

আল্লাহ তা’আলা পবিত্র কুরআন মজিদে বলেন,

وَ اَقِيۡمُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ وَ ارۡكَعُوۡا مَعَ الرّٰكِعِيۡنَ

অর্থঃতোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং রুকূকারীদের সাথে রুকূ কর।৮৯

এখানে রুকুকারীদের সাথে রুকু করো শব্দদ্বয় দ্বারা জামা'আতে সালাত আদায় করার কথা বুঝানো হয়েছে।(তাফসিরে জাকারিয়া)

জামা’আতে সালাত আদায়ে সোওয়াব বেশি;

আব্দুল্লাহ ইবনু উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত,

عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً.

আল্লাহর রসূল(সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃজামা’আতে সালাতের ফযীলত একাকী আদায়কৃত সালাত অপেক্ষা সাতাশ গুণ বেশী।৯০

আবূ সা'ঈদ(রাঃ) থেকে বর্ণিত,

عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ يَقُولُ صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ الْفَذِّ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً.

৮৯,সূরা বাকারা,আয়াত:৪৩।

৯০.সহীহ, বুখারী-৬৪৫।

অর্থঃতিনি আল্লাহর রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছেন,একাকী সালাত আদায়ের চেয়ে জামা'আতে সালাত আদায়ের ফযীলত পঁচিশগুন বেশী।৯১

জামা'আতে যত দূর থেকে আসবে তত সোওয়াব বেশি;

আবূ মুসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " أَعْظَمُ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَّلاَةِ أَبْعَدُهُمْ فَأَبْعَدُهُمْ مَمْشًى، وَالَّذِي يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الإِمَامِ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الَّذِي يُصَلِّي ثُمَّ يَنَامُ ".

অর্থঃনবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ(মসজিদ হতে) যে যত অধিক দূরত্ব অতিক্রম করে সালাতে আসে, তার তত অধিক পুণ্য হবে। আর যে ব্যক্তি ইমামের সঙ্গে সালাত আদায় করা পর্যন্ত অপেক্ষা করে, তার পুণ্য সে ব্যক্তির চেয়ে অধিক, যে একাকী সালাত আদায় করে ঘুমিয়ে পড়ে।৯২

মসজিদে গমনকারী লোক আল্লাহর জিম্মায় থাকেন;

আবূ উমামাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

وَعَن أبي أُمَامَة الْبَاهِلِيّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثَة كلهم ضَامِن على الله عز وَجل رَجُلٌ خَرَجَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ ضَامِن على الله حَتَّى يتوفاه فيدخله الْجنَّة أَو يردهُ بِمَا نَالَ من أجرأوغنيمة وَرَجُلٌ رَاحَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى الله حَتَّى يتوفاه فيدخله الْجنَّة أَو يردهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ وَرَجُلٌ دَخَلَ بَيْتَهُ بِسَلَامٍ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ.

অর্থঃরসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃতিন ব্যক্তি আল্লাহর জিম্মাদারীতে রয়েছে।(১)যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে যুদ্ধে বের হয়েছে সে আল্লাহর জিম্মাদারীতে রয়েছে,যে পর্যন্ত আল্লাহ তাকে উঠিয়ে না নেন এবং জান্নাতে প্রবেশ না করান। অথবা তাকে ফিরিয়ে আনেন,যে সাওয়াব বা যে গনীমাতের মাল সে যুদ্ধে লাভ করেছে তার সাথে।(২)যে ব্যক্তি মসজিদে গমন করেছে সে আল্লাহর দায়িত্বে রয়েছে এবং (৩)যে ব্যক্তি সালাম দিয়ে নিজের ঘরে প্রবেশ করেছে, সে আল্লাহর জিম্মাদারীতে রয়েছে।৯৩

মসজিদ আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় জায়গা;

৯১.সহীহ, বুখারী-৬৪৬।

৯২.সহীহ;বুখারী-৬৫১।

৯৩.সহীহ,মিশকাত-৭২৭,আবূ দাঊদ-২৪৯৪,আত্ তারগীব-৩২১

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ مَسَاجِدُهَا وَأَبْغَضُ الْبِلَاد إِلَى الله أسواقها

অর্থঃআবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত।তিনি বলেন,রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃআল্লাহর নিকট সকল জায়গা হতে মাসজিদই হলো সবচেয়ে প্রিয়,আর বাজার সবচেয়ে ঘৃণ্য স্থান।৯৪

অন্ধকারে মসজিদে গমনকারীকে নূর দেওয়া হবে;

বুরাইদা আল-আসলামী (রাঃ) থেকে বর্ণিত;তিনি বলেন,

عَنْ بُرَيْدَةَ الأَسْلَمِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " بَشِّرِ الْمَشَّائِينَ فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّورِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " .

অর্থঃনবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ যারা অন্ধকার পার হয়ে মসজিদে যায় তাদেরকে কিয়ামাতের দিনের পরিপূর্ণ নূরের সুখবর দাও।৯৫

জামা’আতে সালাত আদায়কারী হাশরের দিনে আল্লাহর ছায়ায় স্থান পাবে;

আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন,

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللهُ فِي ظِلِّه يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّهُ الْإِمَامُ الْعَادِلُ وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّه وَرَجُلٌ قَلْبُه مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتّى يَعُوْدَ إِلَيْهِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ اِمْرَاَةٌ ذَاتُ حَسَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّىْ أَخَافُ اللّهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّق بِصَدَقَةٍ فأَخْفى حَتّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُه مَا تُنْفِقُ يَمِينُه. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

অর্থঃনবী(সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)বলেছেন : সাত ধরনের মানুষকে আল্লাহ তা’আলা সেই দিন (ক্বিয়ামাতের দিন) তাঁর ছায়ার নীচে আশ্রয় দিবেন যেদিন আল্লাহর ছায়া ছাড়া আর কারো ছায়া থাকবে না :

____

৯৪.সহীহ;মিশকাত-৬৯৬,মুসলিম-১৪১৪।

৯৫.সহীহ্,তিরমিজি-২২৩, আবু দাউদ -৫৬১।

১.ন্যায়পরায়ণ শাসক।

২.সেই যুবক যে যৌবন বয়স আল্লাহর ‘ইবাদাতে কাটিয়েছে।
৩.যে ব্যাক্তি মাসজিদ থেকে বের হয়ে এসে আবার সেখানে ফিরে যাওয়া পর্যন্ত মাসজিদেই তার মন পড়ে থাকে।
৪.সেই দুই ব্যাক্তি যারা পরস্পরকে আল্লাহর জন্য ভালবাসে। যদি তারা একত্রিত হয় আল্লাহর জন্য হয়, আর যদি পৃথক হয় তাও আল্লাহর জন্যই হয়।
৫.সে ব্যাক্তি যে একাকী অবস্থায় আল্লাহর স্মরণ করে আর আল্লাহর ভয়ে তার দু’চোখ দিয়ে আশ্রু ঝরে।
৬.যে ব্যাক্তি যাকে কোন উচ্চ বংশীয় সুন্দরী যুবতী কু-কাজ করার জন্য আহবান জানায়। এর উত্তরে সে বলে, আমি আল্লাহকে ভয় করি।
৭.সেই ব্যাক্তি যে আল্লাহর পথে গোপনে দান করে।যার বাম হাতও বলতে পারে না যে, তার ডান হাতে কী খরচ করেছে।৯৬

জামা'আতে প্রথম কাতারের ফজিলত;
আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত,

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ سُمَىٍّ، مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاَسْتَهَمُوا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لاَسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا ".

অর্থঃআল্লাহ্‌র রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ আযানে ও প্রথম কাতারে কী (ফযীলত) রয়েছে, তা যদি লোকেরা জানত, কুরআহর মাধ্যমে বাছাই ব্যতীত এ সুযোগ লাভ করা যদি সম্ভব না হত,

----

৯৬.সহীহ:বুখারী-৬৬০,মুসলিম-১০৩১,নাসায়ী-৫৩৮০,তিরমিযী-২৩৯১, আহমাদ-৯৬৬৫,মিশকাত-৭০১

তাহলে অবশ্যই তারা কুরআহর মাধ্যমে ফায়সালা করত।যুহরের সালাত আউয়াল ওয়াক্তে আদায় করার মধ্যে কী (ফযীলত) রয়েছে, যদি তারা জানত, তাহলে তারা এর জন্য প্রতিযোগিতা করত। আর 'ইশা ও ফজরের সালাত(জামা'আতে)আদায়ের কী ফযীলত তা যদি তারা জানত, তাহলে নিঃসন্দেহে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তারা হাজির হত।৯৭

কোন এক অন্ধ ব্যক্তিকেও রাসূল(সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লম) জামা'আতে নামায না পড়ে ঘরে নামায পড়ার অনুমতি দেননি।অন্ধ সাহাবী আব্দুল্লাহ বিন উম্মে মাকতূম(রাঃ)মহানবী(সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর দরবারে আরজ করলেন, 'হে আল্লাহর রসূল! মসজিদে হাত ধরে নিয়ে যাওয়ার মত আমার উপযুক্ত মানুষ নেই। তাছাড়া মদীনায় প্রচুর হিংস্র প্রাণী (সাপ-বিছা-নেকড়ে প্রভৃতি) রয়েছে। (মসজিদের পথে অন্ধ মানুষের ভয় হয়)। সুতরাং আমার জন্য ঘরে নামায পড়ার অনুমতি হবে কি?' আল্লাহর নবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর ওজর শুনে তাঁকে ঘরে নামায পড়ার অনুমতি দিলেন।তিনি চলে যেতে লাগলে নবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)তাঁকে ডেকে বললেন, "তুমি কি আযান 'হাইয়্যা আলাস স্বালাহ্,হাইয়্যা আলাল ফালাহ্' শুনতে পাও।" তিনি উত্তরে বললেন, 'জী হ্যাঁ।' মহানবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)বললেন, "তাহলে তুমি (মসজিদে) উপস্থিত হও, তোমার জন্য কোন অনুমতি পাচ্ছি না।"৯৮

একজন অন্ধকেও রুখসত দেওয়া হয় নাই,সুতরাং এই হাদিস দ্বারা বুঝা যায় জামা'আতে নামায আদায়ের গুরুত্ব কতটুকু। আল্লাহ আমাদের সকলকে জামা'আতে নামায আদায় করার তাওফিক দিক।(আ-মীন)

৯৭.সহীহ;বুখারী-৬১৫।

৯৮.সহীহ;আবূ দাউদ-৫৫২-৫৫৩।

নামায না পড়ার শাস্তি

মানুষ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় যে ইবাদাত ত্যাগ করলে তা হচ্ছে নামায।নামাজ হচ্ছে আল্লাহর দেওয়া ফরজ বিধান।নামায এমন এক বিধান যা ত্যাগ করলে মানুষের আর কোনো ইবাদাত গ্রহন করা হবে না।যারা এই ফরজ বিধান না মানে তাদের জন্য রয়েছে দুনিয়া এবং আখেরাতের দিনে কঠিন আযাব।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَخَلَفَ مِنۢ بَعۡدِهِمۡ خَلۡفٌ اَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَ اتَّبَعُوا الشَّهَوٰتِ فَسَوۡفَ یَلۡقَوۡنَ غَیًّا

অর্থঃতাদের পরে আসল এমন এক অসৎ বংশধর যারা সালাত বিনষ্ট করল এবং কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করল। সুতরাং শীঘ্রই তারা জাহান্নামের শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে।(আল-বায়ান)৯৯

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَوَیۡلٌ لِّلۡمُصَلِّیۡنَ ۙ.الَّذِیۡنَ هُمۡ عَنۡ صَلَاتِهِمۡ سَاهُوۡنَ ۙ.

অর্থঃঅতএব সেই সালাত আদায়কারীদের জন্য দুর্ভোগ, যারা নিজেদের সালাতে অমনোযোগী।(আল-বায়ান)১০০

আল্লাহ আরও বলেন,

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا لَا تُلۡهِكُمۡ اَمۡوَالُكُمۡ وَ لَاۤ اَوۡلَادُكُمۡ عَنۡ ذِكۡرِ اللّٰهِ ۚ وَ مَنۡ یَّفۡعَلۡ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الۡخٰسِرُوۡنَ.

অর্থঃহে মুমিনগণ, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান- সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন না করে। আর যারা
এরূপ করে তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত।(আল-বায়ান)১০১

____

৯৯.সূরা মারইয়াম,আয়াত:৫৯।

১০০.সূরা মাউন,আয়াত:4-৫।

১০১.সূরা মুনাফিকূন,আয়াত:৯।

সালাত ত্যাগকারীর ইহকালীন বিধান;

মাযহাবের ইমাম ও বিজ্ঞ ফকীহগণের মতামত

সার্বক্ষণিকভাবে নামায তরক করে চলছে এমন সব বেনামাযীদের সম্পর্কে কুরআন ও সুন্নায় আরো যেসব হুঁশিয়ারি এসেছে এসবের আলোকে বিজ্ঞ উলামায়ে কিরামের ফাতাওয়া আরবী ও বাংলা গ্রন্থাবলিতে রয়েছে। এর মধ্য থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ফাতাওয়া নিম্নে তুলে ধরা হলো, যদিও এ মাসআলাগুলোতে ইমাম ও ফকীহগণের মধ্যে ক্ষেত্রবিশেষে কিছু মতবিরোধ রয়েছে, এগুলো হলো:

১.বে-নামাজীর জানাযা পড়া জায়েয নেই।যেহেতু নামায না পড়া কুফরি কাজ।তবে কিছু কিছু আলেমের মতে ,তার জানাযা পড়া যেতে পারে।কারণ সে মুসলিম পরিবারের সন্তান। তবে আলেমরা তার জানাযা পড়বে না,পড়বে সাধারণ কিছু লোক।

২.মুসলমানের কবরস্থানে তাকে দাফন করা যাবে না। তার কবর হবে দূরদূরান্তে আলাদা কোন জায়গায়। যেহেতু বেনামাযীর জন্য বিভীষিকাময় শাস্তির হুঁশিয়ারি রয়েছে সেহেতু এ আযাব যেন কোন মুসলমানের কবরের পাশে না হয়।

সেজন্য তার কবর হবে ভিন্ন জায়গায়। কবরের আযাবের ভয়ে বেনামাযী ও পাপিষ্ঠ লোকদের লাশ দাফনের আগেই চিৎকার করতে থাকে। এত বিকট আওয়াজে এ লাশ চিৎকার করে যে, পশুপক্ষী ও প্রাণীকূলের সকলেই এ আওয়াজ শুনতে পায়। শুধু শুনে না মানুষ ও জ্বিন জাতি। যদি তাদের মধ্যে কেউ লাশের কান্নার এ বিকট আওয়াজ শুনতে পেত তাহলে ভয়ে ভীতবিহ্বল হয়ে জীবিত লোকেরাও হুঁশ হারিয়ে ফেলত।

৩.বে-নামাযীর জন্য জাহান্নামের দরজা খুলে দেওয়া হবে।

৪.কোন কোন ফকীহর মতে স্ত্রী নামাযী হলে বে-নামাযী স্বামীর সাথে তার বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাবে।(তবে যদি বিপরীতে স্ত্রী বেনামাযী হয় আর স্বামী নামাযী হয় সেক্ষেত্রে বিবাহ চলতে পারে।)

৫.কোন বেনামাযী তার রক্ত সম্পর্কের লোকদের কাছ থেকে ওয়ারিশসূত্রে কোন সম্পদ পাবে না। আর যদি মৃত ব্যক্তিটি বেনামাযী হয় তাহলে তার সম্পদও তার নিকটাত্মীয়রা পাবে না। উক্ত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পদ সরকারি কোষাগারে জমা হবে।

৬.সাহচর্য কোন বেনামাযীরই সঙ্গী সাথী হওয়া জায়েয নেই। তার কাছ থেকে দূরে থাকা ও তাকে পরিত্যাগ করা ওয়াজিব।তবে দাওয়াতি কাজে,তাকে সদুপদেশ দেওয়ার জন্য সঙ্গী হওয়াতে কোনো বাধা নেই।

৭.বে-নামাযী কর্তৃক জবাইকৃত পশুর মাংস খাওয়া জায়েয নেই।
৮.মক্কা ও হারামের সীমানার মধ্যে বেনামাযীর প্রবেশ নিষিদ্ধ।
৯.তার জীবন হবে কষ্টদায়ক, সংকীর্ণ ও যন্ত্রণাদায়ক।১০২
১০.বে-নামাযীর চেহারা থেকে নূর উঠিয়ে নেওয়া হয়।

সালাত ত্যাগকারীর পরকালীন বিধান:

কেয়ামতের দিন বে নামাজীকে সাক্কার নামক স্থানে নিক্ষেপ করা হবে;
আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামবাসীদের জিজ্ঞেস করবেন,

مَا سَلَكَكُمْ فِيْ سَقَرَ.قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ.

অর্থঃকিসে তোমাদেরকে জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করাল?তারা বলবে, আমরা সালাত আদায়কারীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না। (আল-বায়ান)১০৩

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

فَلَا صَدَّقَ وَ لَا صَلّٰى. وَ لٰكِنْ كَذَّبَ وَ تَوَلّٰى .ثُمَّ ذَهَبَ اِلٰى اَهْلِهٖ يَتَمَطّٰى .اَوْلٰى لَكَ فَاَوْلٰى.ثُمَّ اَوْلٰى لَكَ فَاَوْلٰى.اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُّتْرَكَ سُدًى.

অর্থঃসুতরাং সে বিশ্বাসও করেনি এবং সালাতও আদায় করেনি।বরং সে সত্য প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং ফিরে গিয়েছিল।তারপর সে দম্ভভরে পরিবার-পরিজনের কাছে চলে গিয়েছিল।

১০২.তথ্যসূত্র: সালাত পরিত্যাগকারীর বিধান/শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমীন(রহ),(সৌদি আরব)

১০৩.সূরা মুদ্দাসিসর ,আয়াত:৪২-৪৩

দুর্ভোগ তোমার জন্য এবং দুর্ভোগ!তারপরও দুর্ভোগ তোমার জন্য এবং দুর্ভোগ!মানুষ কি মনে করে যে, তাকে এমনি ছেড়ে দেয়া হবে?(আল-বায়ান)১০৪

সালাত ত্যাগ করলে আল্লাহর থেকে তার জিম্মাদারি উঠে যায়;

আবূ দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত;তিনি বলেন,
حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، ح وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا رَاشِدٌ أَبُو مُحَمَّدٍ الْحِمَّانِيُّ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ أَوْصَانِي خَلِيلِي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أَنْ " لاَ تُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا وَإِنْ قُطِّعْتَ وَحُرِّقْتَ وَلاَ تَتْرُكْ صَلاَةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ وَلاَ تَشْرَبِ الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ " .
আমার প্রিয় বন্ধু (রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে এই উপদেশ দিয়েছেনঃ তুমি আল্লাহর সাথে কোন কিছু শরীক করো না, যদি ও তোমাকে টুকরো টুকরো করে ছিন্নভিন্ন করা হয় অথবা আগুনে ভস্মীভূত করা হয়। তুমি স্বেচ্ছায় ফারদ নামাজ ত্যাগ করো না, যে ব্যাক্তি স্বেচ্ছায় তা ত্যাগ করে তাঁর থেকে (আল্লাহর) যিম্মাদারী উঠে যায়।তুমি মদ্যপান করো না। কেননা তা সর্বপ্রকার অনিষ্টের চাবিকাঠি।১০৫

সালাত ত্যাগ করা কুফরি

যে ব্যক্তি সালাত আদায় করে না এবং সালাতকে অস্বিকার করে তাহলে সর্বসম্মতিক্রে সে কাফির হয়ে যাবে।

জাবির(রাঃ) থেকে বর্ণিত,তিনি বলেন

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَيْنَ الْعَبْدِ، وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ

অর্থঃরাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ বান্দা ও কুফর এর মধ্যে পার্থক্য হলো সালাত ছেড়ে দেয়া।১০৬

____

১০৪.সূরা আল-ক্বিয়ামাহ্,আয়াত:৩১-৩৬।

১০৫.হাসান;ইবনে মাজাহ্-৪০৩৪।

১০৬.সহীহ, আবূ দাউদ -৪৬৭৮।

অপর হাদিসে আছে;বুরায়রা(রাঃ) থেকে বর্ণিত,তিনি বলেন

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْعَهْدَ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمِ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ

অর্থঃরাসূলুল্লাহ্(সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)বলেছেন আমাদের এবং কাফিরদের মধ্যে পার্থক্যকারী আমল হলো সালাত।যে সালাত ছেড়ে দিল সে কুফরী করল।১০৭

সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) রা ও সালাত ত্যাক করাকে কুফরি মনে করতেন;

আব্দুল্লাহ বিন শাক্কীক্ব (রহঃ) থেকে বর্ণিত,

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ كَانَ أَصْحَابُ رَسُوْل اللهِﷺ لَا يَرَوْنَ شَيْئًا مِنَ الْأَعْمَالِ تَرْكُه كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلَاةِ.

তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সহাবীগণ সলাত ছাড়া অন্য কোন ‘আমাল পরিত্যাগ করাকে কুফ্‌রী বলে মনে করতেন না।১০৮

১০৭.সহীহ,সুনানে আন-নাসায়ী-৪৬৩।

১০৮.সহীহ:মিশকাত-৫৭৯,তিরমিযী-২৬২২,সহীহ আত্ তারগীব-৫৬৫।